ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-321 ■ 31 August, 2025 ■ আগরতলা ৩১ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৪ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে প্রায় ৫২ কোটি টাকার সাইবার জালিয়াতি হয়েছে ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। সাইবার জালিয়াতির মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণায় সারা বিশ্বে ভারত বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। জালিয়াতরা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাও ওই ত্রাসের কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় জনগণ ৫১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০৩ টাকার সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। বিষয়টি উদ্বেগজনক হলেও, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকরের দাবি, এ-ধরনের জালিয়াতির প্রবণতা ক্রমশ কমছে। জনসচেতনতার মাধ্যমে তা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু, মানুষের আরো সচেতন হতে হবে, আহবান রেখেছেন তিনি।

আজ ত্রিপুরা পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে সাইবার জালিয়াতির বেশ কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের তরফে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুয়ো বিদ্যুৎ অথবা গ্যাস বিল এবং আরটিও চালানের নামে সাইবার অপরাধীরা প্রতারণার ফাঁদ পেতে চলেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ট্রেডিং গ্রুপের নামে বিনিয়োগ দুর্নীতি, পুলিশ কিংবা আয়কর আধিকারিকদের ভুয়ো পরিচিতি ব্যবহার করে ডিজিটাল এরেস্ট, ওটিপি চুরি করে ব্যাংক জালিয়াতি, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ভিডিও কলের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন, ভুয়ো ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া, লটারি, ওএলএক্স, ক্যুরিয়ার এবং হোটেল বুকিংয়ের নামে জালিয়াতি এবং সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাক করে অর্থ আত্মসাতের হাজারো অভিযোগ মিলছে।

ত্রিপুরা পুলিশের দাবি, ওই ধরণের জালিয়াতি মোকাবিলায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, অপরাধীরা অন্য রাজ্য কিংবা অন্য কোন দেশ থেকে এই ধরণের অপরাধ করছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিরীহ মানুষের ব্যাংক একাউন্ট, ভুয়ো সিম কার্ড, ভিপিএন, এআই এবং ডিপফেকের সহায়তায় সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে এবং তাঁদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিক অনেক দেরিতে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে। তাতে, ওই অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর জানিয়েছেন, সাইবার জালিয়াতির প্রবণতা সারা দেশেই বেড়ে চলেছে। ২০২৩ সালে ৭৪৬৫ কোটি টাকা সাইবার অপরাধীরা লুটে নিয়েছিল। তা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৮৪৫ কোটি টাকা। ফলে, এখন এই অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা পড়েছে। তাঁর কথায়, শুধু মাত্র সহজ সরল নাগরিকই নন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাইবার বিশেষজ্ঞরাও ওই অপরাধের শিকার হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সারা দেশে ৮৫০ মিলিয়ন নাগরিক এখন প্রতিনিয়ত ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। সাইবার অপরাধীদের সংখ্যায় প্রতিনিয়ত বেঁড়ে চলেছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় ২৬৯ জন সাইবার জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। তাঁদের কাছ ৫১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩০৩ টাকা সাইবার অপরাধীরা লুটে নিয়েছিল। তবে, এখনও পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৬৩ টাকা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ২০ হাজার ৩৮৭টি ব্যাংক একাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাতে, প্রায় ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ১০৬ কোটি টাকা ফেঁসে রয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ওই টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এদিন তিনি সাইবার

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক!

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পূর্ত দপ্তরের কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।।: আজ বিকেলে লেম্বুছড়া ফিশারী কলেজের সামনে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন পূর্ত দফতরের কর্মচারী নান্টু দাস।

চিকিৎসক জানিয়েছেন, লেম্বুছড়া ফিশারী কলেজের সামনে একটি গাড়ি নান্টু দাসকে ধাক্কা মারে। তাতে নান্টু দাসের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। এরপর দ্রুত স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভোট চুরি, শহরে মছিল

সার্কিট হাউসে জনসভা স্থল বদলে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে আজ শহরের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে দলের কর্মী সর্মথকরা মিছিল করে মহাকরণে উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিলেন। তাঁদের সার্কিট হাউস এলাকায় জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্ত রাধানগর আসতেই পুলিশ মিছিলটিকে আটকে দেয়। এবিষয়কে কেন্দ্র করেই পুলিশের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর দাবি, সার্কিট হাউসে জনসভার জন্য প্রশাসন থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ সুপারের দাবি, জনসভার জন্য আগাম অনুমতি নেয় নি কংগ্রেস। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

এবিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, বিজেপি সরকার ভারততের নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে দেশে এবং ত্রিপুরায় কারচুপির মাধ্যমে একের পর এক ক্ষমতায় আসছে। নির্বাচন কমিশনকে শাখা সংগঠনের মতো ব্যবহার করে চলছে বিজেপি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে নগ্ন হিসেবে ব্যবহার করে চলছে শাসক দল বিজেপি। এর বিরুদ্ধেই গোটা দেশে ভোট চোর গদি ছোড় এই স্লোগানকে সামনে রেখে কংগ্রেস প্রতিবাদে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের তরফে জানানো হয় এই স্লোগানকে সামনে রেখে মহাকরণ অভিযানের আয়োজন করবে। পরবর্তীতে সার্কিট হাউসে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে পুলিশ বিজেপি নেতাদের কথায় রাধানগর আসতেই মিছিল আটকে দিয়েছে। এক কথায়, কংগ্রেসের জনসভা বানচাল করার চেষ্টা করেছে। বিরোধীদের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছে শাসক দল বিজেপি।

এদিন সার্কিট হাউসের বদলে রাধানগরে কংগ্রেসের মিছিল আটকে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্য বিশ্ব শাসন ব্যবস্থায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন

আজ তিয়ানজিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে মোদী

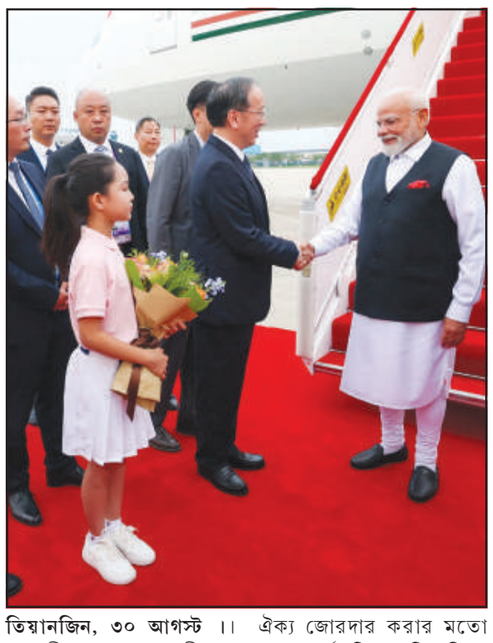

তিয়ানজিন, ৩০ আগস্ট ।। আগামীকাল থেকে চীনের তিয়ানজিন শহরে শুরু হচ্ছে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন-এর ২৫তম রাষ্ট্রপ্রধানদের কাউন্সিল সভা। দুই দিনব্যাপী এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই সম্মেলনে আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সংযোগ বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্য জোরদার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে। সম্মেলনের লক্ষ্য বিশ্ব শাসন ব্যবস্থায় নতুন মানদণ্ড স্থাপন এবং ২৫ বছরের অর্জনকে ভিত্তি করে আগামী দশকের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করবেন। এটি চীনের পঞ্চমবার এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন। এবারে বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এতে অংশ নিচ্ছেন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উপস্থিত থাকবেন, যা এটিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এসসিও বৈঠকে পরিণত করেছে। চলতি বছরের থিম ঘোষণা করা হয়েছে 'শাংহাই স্পিরিটকে অটুট রেখে: অগ্রগতির পথে এসসিও', এবং ২০২৫ সালকে ঘোষণা করা হয়েছে 'এসসিও টেকসই উন্নয়ন বর্ষ' হিসেবে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি আপাদমস্তক জন বিরোধী ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। ভোট রণকৌশলকে হাতিয়ার করে বিজেপি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। আজ ডিওআইএফআই যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যাগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে ২৫ বছর আগে প্রয়াত হয়েছিলেন যোগেন্দ্রনগর এলাকার সিপিআইএম নেতৃত্ব ডঃ অজিত রায় চৌধুরী। তাঁর প্রয়াণ দিবসের ২৫ বছর পূর্তিতে বিদ্যাসাগর পার্টি অফিসে শহিদ ডঃ অজিত রায় চৌধুরীর শহিদান দিবস পালন করা হয়েছে। একই সাথে এইদিন এক রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে ডি ওআইএফআই যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামু দাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন মানিক সরকার বলেন, গত ১১ বছর ধরে কেন্দ্রে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি আপাদমস্তক জনবিরোধী কার্যকলাপ সারা দেশে চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা ত্রিপুরার অরাজকতা তৈরী করে রেখেছে। শ্রমিক, দিনমজুর, সংখ্যালঘু, কৃষক, তপশীলি জাতি, উপজাতি, হিন্দু, মুসলাম সহ অন্যান্যদের উপর অমনাবিক আন্দোলন করতে পূর্বে কোনো সরকারকে দেখা যায়নি। আগামীদিনে বিজেপির হার নিশ্চিত জেনেই জনগণের উপর অত্যাচার করছে। গোটা ত্রিপুরায় অরাজকতা পরিবেশ তৈরী হয়ে রয়েছে। এটা বিজেপির শক্তির লক্ষণ নয়। এটা বিজেপির দূর্বলতা জনসম্মুখে প্রকাশ পাচ্ছে।

তাঁর কথায়, বিজেপি

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের অপপ্রচার তোপ দাগল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। বিহারের নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশব্যাপী অপপ্রচারে নেমেছে কংগ্রেস। আগামীদিনে এর যোগ্য জবাব দেবে জনগণ। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বললেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদেটে নিয়ে গোটা দেশে ভুল মন্তব্য করছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। আসলে রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেসের নেতৃত্বরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ, তাঁরা যেভাবে রাজনীতি করে গিয়েছেন এখন তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

তাই তাঁরা জনসম্মুখে অপপ্রচার রটানোর চেষ্টা করছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বর্গবাসী মাকে নিয়ে রাহুল গান্ধী ও আরজেডি'র নেতারা কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতার্দশগত পাথক্য থাকবেই কিন্তু স্বর্গবাসী মাকে কুরুচিকর মন্তব্য করা ঠিক হয় নি। তারজন্য রাহুল গান্ধী ও আরজেডি'র নেতাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

গণেশ প্রতিমা ভাসানকে ঘিরে লঙ্কাকান্ড শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। শাসক দলের তকমাধারী একাংশের নেতাদের ধমক খেয়ে রীতিমতো পিছু হটল পুলিশ। ঘটনা আগরতলা শহরে গণেশ পূজার প্রতিমা ভাসানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে।

গণেশ পূজার ভাসানে প্রতিমা নিয়ে রাজপথ দিয়ে যাওয়ার পথে রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে ধন্যবাদ

কান্ড সংগঠিত হলো ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের।

গণেশ পূজার ভাসান নিয়েই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আসন্ন দুর্গাপূজায় কে ঘটবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সামনে দুর্গাপূজা কি হবে ভাসানে। শুক্রবার ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের গনেশ প্রতিমা ভাসানকে ঘিরে লঙ্কাকাণ্ড মেলার মাঠে। পুলিশের বক্তব্য সাউন্ড দিয়ে বক্স বাজিয়ে যাচ্ছিল দশমী করতে। অপরদিকে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। *আজ দুপুরে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এক বাইক এবং একটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন মহিলা গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন।*

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বাইক এবং স্কুটির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্কুটিটি দ্রুতগতিতে আসছিল এবং বাইকটি বিপরীত দিক থেকে আসছিল। হঠাৎ করে দু'টি যানবাহন মুখোমুখি এসে একে অপরকে আঘাত করে। তাতে দুইজন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয়রা দমকলকর্মীদের খবর দিয়েছেন। তারা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

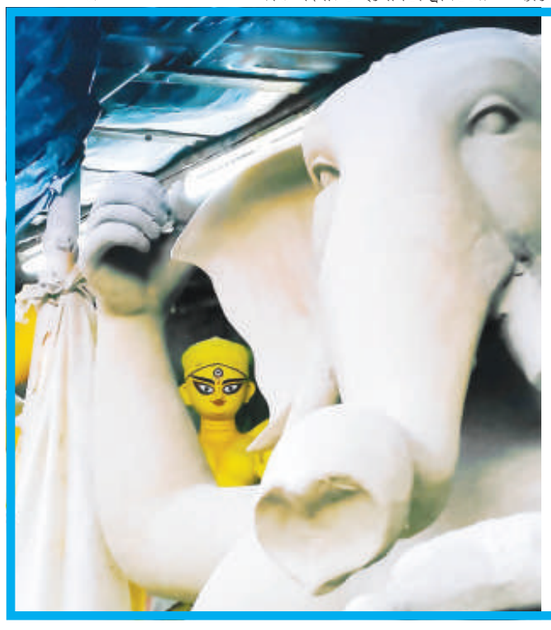

অপেক্ষা দুর্গোৎসবের, মূর্তি পাড়ায় মৃৎশিল্পীদের তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। দুর্গাপূজা হাতেগোনা আর মাত্র এক মাস। মূর্তি পাড়ায় এখন মৃৎশিল্পীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে চরমভাবে। একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে কমলপুরেও।

হাতে গোনা আর মাত্র কয়েক দিন বাকি দুর্গোৎসব। কার থেকে কে সুন্দর প্যান্ডেল তৈরি করবে সেই ব্যস্ত হয়ে আছে ক্লাব গুলির পূজা প্যান্ডেলের শিল্পীরা। পাশাপাশি অর্ডার নিয়ে ব্যস্ত কমলপুর মহকুমার মৃৎ শিল্পীরা। তেমন দেখা গেল কমলপুর মহকুমার প্রত্যন্ত শান্তির বাজার মৃৎশিল্পী বিধান পালের ব্যস্ততা। দুর্গা পূজা হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি। গ্রামের ক্লাব গুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা অর্ডার নিয়ে স্ত্রী, ছেলে ও একজন কারিগরকে নিয়ে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মৃৎশিল্পী বিধান পাল।

আর মাত্র ২৮ দিন

মৃৎশিল্পী বিধান পাল বলেন, শান্তির বাজার এলাকার দরিদ্র মানুষের বসবাস। চাঁদা তেমন উঠে না। ক্লাব গুলি খুব অল্প বাজেটে পূজা করে। প্রতিমার দাম পাওয়া যায় না।

বাপ, কাকারা এই কাজ করে আসছে। তিনি করছেন পেশার কারণে। মৃৎশিল্পী বিধান পাল আরও বলেন, দিন দিন দুর্গা প্রতিমার তৈরির সামগ্রীর দাম দিন দিন বাড়ছে। প্রতিমা তৈরির সব সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। প্রতিমা তৈরির মাটি ক্রয় করছেন কৈলাশহর থেকে। মৃৎশিল্পী বিধান পাল খুব ব্যস্ত অর্ডারকৃত প্রতিমা গুলি সময় মতো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে সাজিয়ে ক্লাব গুলির হাতে তুলে দেওয়া জন্য।

জাগরণ আগরতলা ৩১ আগস্ট,২০২৫ ইং
১৪ ভাদ্র, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাইবার হানা রুখিতে নয়া পদক্ষেপ

সাইবার আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা প্রতিহত করিতে কৌশল মিলিয়াছে। সাইবার হানা বিশ্বজুড়িয়া সরকারি-বেসরকারি সংস্থার শীর্ষব্যক্তিদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। কীভাবে তাহার মোকাবিলা করা যাইতে পারে তাহা নিয়া চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়া গিয়াছে।এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান 'হাতিয়ার' হইয়া উঠিয়াছে তিমি মাছের শিকার করিবার কৌশল। সেই কৌশল মানিয়াই আটকানো যাইবে সাইবার হানা। এমনই অভিনব পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এনআইটি), রাউরকেল্লার অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায়। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা
হইবে ওয়েভ-লাইক ট্র্যাপ। সেই জাল ভেদ করা সাইবার হানাদারদের পক্ষে কার্যত অসম্ভব বলিয়া দাবি উদ্ভাবক বিজ্ঞানী অধ্যাপক এবং তাঁহার সহযোগী দলের। তাঁহাদের মতে, ওয়েভ-লাইক ট্র্যাপ ভেদ করিতে না পারিলে সুরক্ষিত থাকিবে 'মাইক্রোগ্রিড'। তার পরিচালনগত কন্টোল হারাইবে না। অর্থাৎ, কোনওমতেই সেই নিয়ন্ত্রণ কব্জা করিতে পারিবে না সাইবার হানাদাররা। 'মাইক্রোগ্রিড' নিরাপদে থাকিলে আটকানো যাইবে এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিপর্যয়।সৌর, বায়ুশক্তির মতো পুনর্নবীকরণ সংক্রান্ত 'এনার্জি' অক্ষুণ্ণ রেখে পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখিতে 'মাইক্রোগ্রিড'-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রেও 'মাইক্রোগ্রিড' একইভাবে কাজ করিয়া চলে। এক্ষেত্রে পরিচালনগত ক্ষমতা যদি কোনওমতে সাইবার হানাদারদের কব্জায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে। এই প্রেক্ষিতে এনআইটির অধ্যাপকের এহেন উদ্ভাবন তাই নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায় ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তাঁর সহযোগী দলের অন্য সদস্যরা হলেন এনআইটি রাউরকেল্লার রিসার্চ স্কলার রমেশচন্দ্র খামারি, কেওনঝড় গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডঃ মনোজকুমার সেনাপতি এবং ইউনিভার্সিটি অব সাউথ-ইস্টার্ন নরওয়ের অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার পদ্মনাভন। অধ্যাপক রায় এবং তাঁর সহযোগী দলের সদস্যদের এই অভিনব উদ্ভাবন প্রকাশিত হয়েছে সায়েন্স জার্নাল 'আই ট্রিপল ই ট্রানজাকশনস অন কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স'-এ।
সামগ্রিক উদ্ভাবনের বিষয়ে 'বর্তমান'কে অধ্যাপক প্রভাতকুমার রায় বলেন, 'তিমি মাছের শিকার পদ্ধতি অত্যন্ত অভিনব। মাছ শিকারের আগে জলের মধ্যে ক্রমাগত বুদবুদ তোলে নীল তিমি। ফলে একটি ট্র্যাপ তৈরি হয়। বিশেষ কারণে মাছের ঝাঁক ওই জালের প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা ভেদ করা দুরূহ হয়। ফলে তিমি মাছের পক্ষে শিকার সহজসাধ্য হইয়া যায়। এই কৌশলকেই আমরা কাজে লাগাইয়াছি।' অধ্যাপক আরও বলেন, 'এক্ষেত্রেও একটি টিউনিং প্যারামিটার কাজে লাগানো হইবে। মাইক্রোগ্রিডে পরিচালনগত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে আনিতে সাইবার হানা হইলেও সেই 'ওয়েভ' আমাদের জালকে ভেদ করিতে পারিবে না। ফলে কন্টোল অন্যদের হাতে যাইবে না। আমরা সুরক্ষিত থাকিব।' প্রসঙ্গত, এর নাম দেওয়া হইয়াছে 'মডিফায়েড ইনপ্রুভড হোয়েল অপটিমাইজেশন' (এমআইডব্লুও)। বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, 'মাইক্রোগ্রিড'-এ সাইবার হানা দেওয়া তুলনায় সহজ। ফলে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকিতে হয়। এই নতুন উদ্ভাবন যাবতীয় আশঙ্কা অনেকটাই কমাইয়ায়ে দিবে।

ত্রিপুরায় বাঙালি বিরোধী চক্রান্ত

পরাধীন ভারতে স্বাধীন ঘোষণার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটা নতুন পরিবেশ যখন সৃষ্টি হয়েছিল, অর্থাৎ ব্রিটিশ চলে যাবে দেশ স্বাধীন হবে। এমন সময় নেতাজিকে অপসারণ করে স্বাধীনতার নামে রাতের অন্ধকারে, দেশ ভাগ করে পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঙালিদের সম্মুখে আবার একটা বিপর্যয়ের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তা হয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট রাজনীতির স্বার্থে। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে তাদের উত্তরসূরী নেতৃত্বের রাজনীতিতে, হিন্দু-মুসলমানের অমীমাংসিত পরিবেশ অব্যাহত রেখে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালির উপর অবাঙালির হিংসাচরণ।
যে বাঙালি বিশ্ব বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, সাধু, মহাপুরুষ বা পরমপুরুষের বংশধর। যে বাঙালির বিশ্ব বিখ্যাত ইতিহাস রয়েছে। যে বাঙালির অক্ষরসহ ভাষা সংস্কৃতি ও নিজস্ব পঞ্জিকা রয়েছে। যে বাঙালির হৃদয়ে সততা ও বীরত্বের পরিচয় রয়েছে। সেই বাঙালি আজ দুঃখ দুর্দশার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। অথচ বাঙালির জন্য বাঙালির ভোটের তৈরি বিধানসভা ও পার্লামেন্ট সদস্য কেউ কোন কথা বলছে না। অনুন্নত বহু অবাঙালি জনগোষ্ঠী উন্নত হয়েছে এবং বঙ্গভূমিতে স্থায়ী বাসস্থান আদায় করছে। আর বাঙালি বঙ্গ জননীর গর্ভজাত সন্তান হয়ে একতার অভাবে বহিরাগত বলে আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ ঐক্যবদ্ধ হলে কোন সমস্যাই বাঙালিকে আঘাত করতে পারে না। প্রশাসনিক আইন ব্যবস্থা বাঙালির সঙ্গে যেভাবে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন: অবাঙালি একতার রাজনীতি করে পায়ের তলার মাটি রক্ষা করছে। আর বাঙালি বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি করে পায়ের তলার মাটি হারিয়েছে। বাঙালির জায়গা উপজাতি ক্রয় করতে পারে, উপজাতির জায়গা বাঙালি ক্রয় করতে পারে না। তাছাড়াও উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ বা এডিসি এলাকাতে আইনের এমন কিছু বিধান তৈরি হতে যাচ্ছে। এতে আগামী দিন বহু বাঙালি স্বমূলে উচ্ছেদ হতে হবে। ত্রিপুরা ত্রিপুরীদের অসম অহমিয়াদের বাঙালির জায়গা পশ্চিমবঙ্গে। এইরূপ সংবিধান বিরোধী অপপ্রচার প্রয়োগের কারণে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি বাঙালির মন ভেঙে পরছে এবং বিশেষ করে অসম ত্রিপুরার বাঙালি দেশভাগের পূর্ব কালের সম্পদ উপজাতির কাছে বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছে। সেদিন যদি মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দু বাঙালি পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্থানে এসেছে। তাদের বংশধর আজ হিন্দু অবাঙালির অত্যাচারে অসম, ত্রিপুরা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে। বাঙালির এই দুর্দিন এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুহূর্তে আজ কোথায় সর্বভারতীয় দশের দেশ দরদি নেতৃত্ব। এইরূপ কালো আইন প্রয়োগের পেছনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট ছিল প্রস্তাবক। আর বিরোধী দল কংগ্রেস ছিল নীরব ভূমিকায়। একমাত্র প্রতিবাদ করেছিল আমরা বাঙালি দল বা দলের বিধায়িকা শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস। বর্তমানে তিপরাল্যান্ড, বুড়োল্যান্ড, গুর্খাল্যান্ড। মাড়োয়ারিল্যান্ডের দাবি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলো যখন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছেন। তখন এইরূপ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুহূর্তে হিন্দু বাঙালি অপেক্ষা করছে বিজেপি সরকার কখন হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে। আর হিন্দু বাঙালি দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পাবে।
দেশভাগের সময় যেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান ঘোষণা হলেও, হিন্দুস্তানে হিন্দু বাঙালির উপর রক্ত ঝরা প্রাণঘাতী আক্রমণ বন্ধ হয়নি। সেখানে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা হলে বাঙালিস্তান ছাড়া হিন্দি ভাষীর সঙ্গে বাংলা ভাষীর অস্তিত্ব কতটুকু রক্ষা পাবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলে আবদ্ধ বাঙালি নেতৃত্বের ভাবা উচিত।

হরলাল দেবনাথ, সিধাই, মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

শেখ মুজিব হত্যা ও হাসিনার পতনের পর ভারতের প্রতিক্রিয়ায় যে ফারাক

শুভজ্যোতি ঘোষ

ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় ঢাকায় তখনকার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন ফুলের তোড়া নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে। পরদিন ভারতের জাতীয় স্তরের দৈনিক "দ্য হিন্দু"তে দু'জনের হাসিমুখে করমর্দনের ছবি ছাপা হয়েছিল প্রথম পাতাতেই।
একদা যে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ছিল ঐতিহাসিক, তারই নির্মম হত্যার পর যে এত তাড়াতাড়ি দিল্লি ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে উদ্যোগ নিয়েছিল - তখন সেই ঘটনা বিস্মিত করেছিল অনেককেই। ১৯৯৮ সালে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সমর সেন, যিনি কূটনৈতিক মহলে ও বন্ধুদের মধ্যে "টিনু সেন" নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, তিনি "ফ্রন্টলাইন" সাময়িকীতে লেখা এক নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন কোন পটভূমিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সমর সেনের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক, 'আমার ব্যক্তিগত মত ছিল অপেক্ষা করা ও নজর রাখা। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমি মনে করেছিলাম, বাংলাদেশের নতুন শাসকদের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। যদিও ভারত সরকারের কারও কারও সেই ভাবনাটা পছন্দ হয়নি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয় একটা বড় আঘাত ছিল - কিন্তু বিপর্যয় ছিল না।' 'বস্তুত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা আপাত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল,' জানিয়েছিলেন ভারতের ডাকসাইটে ওই কূটনীতিবিদ।
সেই ঘটনার ঠিক উনপঞ্চাশ বছর বাদে শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার একটানা ষোল বছরের শাসনের যখন নাটকীয়ভাবে অবসান ঘটল --- তখন কিন্তু ভারতের প্রতিক্রিয়া একেবারেই অন্যরকম ছিল। বস্তুত শেখ হাসিনার পতনের পর পুরো একটা বছর ঘুরে গেলেও ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক এখনো মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। ভারত যে শুধু সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না তাই নয়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও দিল্লি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে এই মুহূর্তে তারা ঢাকার সঙ্গে "ফুল এনগেজমেন্টে" যেতেই উৎসাহী নয়। এই সিদ্ধান্তের পেছনে ভারতেরও অবশ্যই নিজস্ব কিছু কিছু যুক্তি রয়েছে, তবে বাস্তবতা হলো ১৯৭৫-এর অগাস্টে আর ২০২৪-সালের অগাস্টে ভারত বাংলাদেশে যে দু'ধরনের কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছে তা চরিত্রগতভাবে একেবারেই আলাদা।
সাধারণত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক পালাবদল হলে, সেটা যদি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক উপায়ে নাও হয়, তারপরও সম্পর্কের একটা ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদ থাকে নানা কারণে। অবশ্য অতীতে এই রীতির কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেছে, আর এখনকার বাংলাদেশকে স্পষ্টতই ভারত সেই ব্যতিক্রমের তালিকাতেই গণ্য করছে। সমর সেনকে দিল্লি থেকে ডেকে পাঠান খন্দকার মোশতাক ভারতের বর্ষীয়ান সাংবাদিক মানস ঘোষ একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ শুধু কভারই করেননি, যুদ্ধের পর কলকাতার "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকা তাকে ঢাকায় নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবেও নিযুক্ত করেছিল। ১৯৭২ থেকে টানা তিন বছরেরও বেশি সময় তিনি ঢাকায় কাজ করেছেন — আর সেই সুবাদে খুব কাছ থেকে দেখেছেন শেখ মুজিব ও তার রাজনৈতিক সতীর্থদেরও। শেখ মুজিবের জীবনের "রাজনৈতিক ভুল"গুলো নিয়ে লেখা "মুজিব'স "ব্লান্ডার্স" নামে একটি বইয়েরও রচয়িতা তিনি। মানস ঘোষ মনে করেন, মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশ যাতে নিজেদের "ইসলামী রাষ্ট্র" ঘোষণা না করে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো "কনফেডারেশন" গঠনের পথে না এগোয় — সেটা নিশ্চিত করতেই ভারত তখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার পর খন্দকার মোশতাক, তিনি একটু প্রমাদ গুনলেন যে যদি ভারত, ভারত-বাংলাদেশের যে মৈত্রী চুক্তি আছে ২৫ বছরের, সেটা যদি ইনভোক করে!' 'কারণ তাতে এমন কয়েকটা ক্লজ আছে যে কোনো দেশে অশান্তি বা অস্থিরতা তৈরি করা হয়, তাহলে অন্য দেশ তাদের সহায়তা করবে। সোজা কথায়, বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এমনটা মনে করলে ভারত সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারবে।' শেখ মুজিবকে যে দিন হত্যা করা হয় সে দিন অবশ্য হাই কমিশনার সমর সেন ঢাকায় ছিলেন না। তিনি তখন দিল্লিতে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কনসালটেশনে যোগ দিতে তিনি দেশে গিয়েছিলেন।
মানস ঘোষ জানাচ্ছেন, 'খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সমর সেনের কিন্তু একটা ভালো রিলেশন ছিল ... উনি সঙ্গে সঙ্গে একটা মেসেজ পাঠালেন, আপনি অতি সত্বর ফিরে আসুন — যেন তিনি বাংলাদেশেরই কোনো রাষ্ট্রদূত, দেশের সরকার তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে!' ঢাকায় ফিরেই সমর সেন যাতে নতুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন, ওই বার্তায় সেটাও জানানো হলো। এদিকে শেখ মুজিবকে যে দিন হত্যা করা হয়, সে দিন ভোরবেলাতেই রেডিও পাকিস্তানের লাহোর স্টেশন থেকে প্রচারিত বিশেষ বুলেটিনে দাবি করা হয়েছিল, "গদ্দার" শেখ মুজিবুর রহমান খতম হয়েছেন এবং বাংলাদেশ নিজেদের "ইসলামী রাষ্ট্র" হিসেবে ঘোষণা করেছে।
যদিও দাবির দ্বিতীয় অংশটির কোনো সত্যতা ছিল না, তবে ভারত অবশ্যই পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখছিল — জানাচ্ছেন মানস ঘোষ।
"মৈত্রী চুক্তি প্রয়োগ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল ভারত"
মানস ঘোষ আরও বলছিলেন, 'ওদিকে সেই মেসেজ পাওয়ার পরই সমরবাবু আর দেরি না করে ১৭ কি ১৮ তারিখেই ঢাকায় ফিরে এলেন — আর ১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি সমর সেনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন।' তখনও ঢাকায় নিযুক্ত কোনো বিদেশি রাষ্ট্রদূতই খন্দকার মোশতাকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাননি, ফলে নতুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের তালিকায় সমর সেনের নামই ছিল প্রথম। 'অতঃপর সমর সেন দেখা করতে গেলেন, ফুলের স্তবক একটা দিলেন খন্দকার মোশতাককে — আর ফাইল থেকে একটি চিঠি বের করলেন।' 'তাতে লেখা ছিল, আপনারা যদি বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন তাহলে ভারত 'ইন্দো-বাংলাদেশ ট্রিটি'র কয়েকটি বিশেষ ধারা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে এবং আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে!' 'তো সেইটা শুনে খন্দকার মোশতাকের একেবারে, যাকে বলে "হিস জস ফেল", চোয়াল ঝুলে গেল ... তিনি একেবারে থপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।' 'যাই হোক, হি গট দ্য মেসেজ --- আর বাংলাদেশ ওই পথে আর এগোল না!', এক নিঃশ্বাসে বলে যান মানস ঘোষ। বস্তুত এরপর বাংলাদেশ বেতার থেকে (তখন অবশ্য বলা হচ্ছিল "রেডিও বাংলাদেশ") খন্দকার মোশতাক জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিলেন, তাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হলো। মানস ঘোষের কথায়, 'উনি এমনও বলেছিলেন ভারতের সঙ্গে আমাদের রক্তের বন্ধন, বাইরের কোনো শক্তি তা ছিন্ন করতে পারবে না। বাংলাদেশ চাইবে ভারতের সঙ্গে সব সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকুক।' দেশের রাষ্ট্রপতি পদে খন্দকার মোশতাক আহমেদের মেয়াদ অবশ্য তিন মাসও স্থায়ী হয়নি, কিন্তু পরবর্তী বহু বছর ধরে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টা থাকবে — তা মোটামুটি তখনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। "ভুলটা স্বীকার করার মানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি"
চলে আসা যাক সেই ঘটনার ঠিক ৪৯ বছর বাদে — ঘটনাবহুল আর এক অগাস্ট মাসেই নাটকীয়ভাবে পতন হলো ভারতের "পরীক্ষিত মিত্র" শেখ হাসিনার, তিনি রাতারাতি ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এবারে কিন্তু দেখা গেল নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে দিল্লির বিন্দুমাত্র তাগিদ নেই, বরং রীতিমতো অনীহা। দুটো পরিস্থিতির মধ্যে কেন এই পার্থক্য? দিল্লির কাছে ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এবং দীর্ঘদিনের বাংলাদেশ গবেষক শ্রীরাধা দত্ত মনে করেন, দিল্লিতে তখনকার ও এখনকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের চিন্তাধারায় ফারাকই এর কারণ। তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, 'আমি মনে করি অনেক প্র্যাগম্যাটিক বা বাস্তববাদী ছিল তখনকার নেতৃত্ব।' 'মুজিবের হত্যাতে যেটা হওয়ার তা হয়ে গেছে, সেটা তো একটা পর্বের অবসান হলো ... কিন্তু সে তো তখনও আমাদের পাশেরই প্রতিবেশী, তার সঙ্গে যোগাযোগটা তো আমাদের রাখতেই হবে।' সেই বাস্তববাদী ও "প্র্যাকটিক্যাল" ভাবনা থেকেই তখনকার ইন্দিরা গান্ধী সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার উদ্যোগ নিয়েছিল বলে যুক্তি দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারত সরকারে যারা বাংলাদেশ নীতি ঠিক করেন, তারা স্পষ্টতই সেই ধারণায় বিশ্বাস করেন না। শ্রীরাধা দত্তর কথায়, 'এখন আমার যেটা মনে হয়, এক তো হতে পারে হয়তো আমরা যে ভুল প্রমাণিত হয়েছি বা আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত ভুল ছিল --- সেটা অ্যাকসেপ্ট করার জায়গাটাই এখনো তাদের কাছে পুরোপুরি খুলে যায়নি।'
'তারা বোধহয় এখনো ভাবছেন যে না, আমরা ঠিক সামাল দিতে পারব।' 'কিংবা এইটা যেটা হচ্ছে, এটা ইন্টেরিম — আক্ষরিক অর্থেই অন্তর্বর্তী একটা পিরিওড। আবার নর্মালসি ফেরত আসবে। আর নর্মালসি মানেই আবার সব পলিটিক্যাল পার্টি একসঙ্গে কাজ করবে। তার মধ্যে আওয়ামী লীগ আর শেখ হাসিনা অবশ্যই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।' ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ভারত এখনো খারিজ করে দেয়নি বলেই বাংলাদেশের নতুন শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করার কোনো চেষ্টা চোখে পড়ছে না --- বিশ্লেষকদের কেউ কেউ সেরকমটাও মনে করেন।
"অসাংবিধানিক সরকারের সঙ্গে কীসের কথাবার্তা?" দিল্লিতে কোনো কোনো পর্যবেক্ষক আবার যুক্তি দিচ্ছেন, শেখ হাসিনার পতনের পর ঢাকায় যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, ভারতের বিশ্বাস তাদের কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই এবং সেখানে ইসলামপন্থিদেরই প্রাধান্য। আর ঠিক সে কারণেই শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পরও দিল্লির দিক থেকে সম্পর্ক বজায় রাখার যে তাগিদ দেখা গিয়েছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। দিল্লিতে পররাষ্ট্র নীতির বিশেষজ্ঞ ও শাসক দল বিজেপির ঘনিষ্ঠ শুভ্রকমল দত্ত যেমন বলছেন, 'সরকারটা যেটা এখন বাংলাদেশে আছে, আমরা মনে করি এটা একটা ইল্লিগ্যাল সরকার।' 'তো আমাদের যদি এখন মানে কথাবার্তা বলতেও হয়, এমনিতেও যদি বাংলাদেশের সাথে নর্মালাইজ করতে হয় রিলেশনশিপ — তাহলে কাদের সাথেই বা কথা বলব?'
তাছাড়া বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যে ভারতের "উদ্বেগের জায়গাগুলো" অ্যাড্রেস করার কোনো সদিচ্ছাই দেখায়নি, সেটাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি।
মি. দত্তর কথায়, 'প্রধান উপদেষ্টার কথাই ধরুন। যখন ওনার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল, বাংলাদেশে যারা "র‍্যা বল রাউজার", মানে মানুষের রাজনৈতিক আবেগে যারা উসকানি দিচ্ছিল — ওদের যখন রাশ টেনে ধরার দরকার ছিল উনি তো করেননি ওটা!'
'তো তার পরে তো (সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে) এটা আশা করাটা বোকামো, না? আশাও করা যায় না!' উপরন্তু ইসলামপন্থি দল জামায়াত আর 'ক্ষুদ্রঋণের কারবারি' মুহাম্মদ ইউনুসের মধ্যে একটি 'সুবিধাবাদী আপসের' মধ্যে দিয়েই এই সরকার গঠিত হয়েছে বলে শুভ্রকমল দত্ত দাবি করছেন। তার মতে যাতে 'ভারতের সন্দেহ তৈরি হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে'। তার কথায়, 'আমি তো আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা সারা জীবন কিন্তু মাইক্রোফিনান্সের কাজটাই করেছেন।' 'অথচ থিওক্রেটিক ইসলাম বা ওয়াহাবি ইসলামের হিসেবে যদি দেখা যায়, তাহলে মাইক্রোফিনান্সিং তো একটা অপরাধ, পাপ। কারণ ইসলামিক রীতিতে তো মাইক্রোফিনান্সিং-এর কোনো জায়গা নেই!' তো জামায়াত কীভাবে যে ওনাকে আড়াই দিনের মধ্যে গলায় টেনে নিয়ে, কোলাকুলি করে চেয়ারে বসিয়ে দিল এটাও একটা রহস্য,' বিবিসিকে বলছিলেন শুভ্রকমল দত্ত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারে জামায়াত-সহ ইসলামপন্থি গোষ্ঠীগুলোর এই মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবও ভারতের আপাতত দূরে থাকার আর একটা বড় কারণ বলে দাবি করছেন তিনি। সমকালীন ইতিহাসের গবেষকরা মানেন, শেখ মুজিবের জীবনের শেষ পর্বে ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে শুরু করে বাকশাল, কিংবা শরণার্থীদের ফেরত নেওয়ার প্রশ্ন বা তার লাহোর সফর — এসব নানা কারণে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কে একটা শীতলতা তৈরি হয়েছিল। শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে অবশ্য সে রকম কোনো তিক্ততা কখনোই হয়নি — আর সেটাও সম্ভবত ১৯৭৫ আর ২০২৪-এ ভারতের দু'রকম আচরণের আর একটা কারণ।

ভারতের ইতিহাস-চর্চার অভিমুখটাই বদলে দিয়েছিলেন জেমস প্রিন্সেপ

গৌতম বসুমল্লিক

বাড়িঘর অক্ষুণ্ণ রেখে মাটির তলায় ইঁটের খিলান বসিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে গোটা শহরের নিকাশি ব্যবস্থাকে সে যুগের নিরিখে আধুনিক করে তুললেন। প্রিন্সেপ তাঁর ১০ বছরের বেনারস-যাপনে সেখানকার মানুষদের এতই আপন হয়ে উঠেছিলেন যে, বেনারসবাসী তাঁকে একখণ্ড জমি উপহার দিয়েছিল, যদিও তা তিনি তাদেরই ফিরিয়ে দেন। প্রিন্সেপ খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। কলকাতা থেকে বেনারসে যাতায়াতের পথে এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি ওই শহরের অনেক ছবি এঁকেছিলেন। সেই সব ছবি লন্ডন থেকে লিথোগ্রাফ করে ছাপা হয় 'বেনারস ইলাসট্রেটেড' নামে।
প্রায় ১০ বছর বেনারসে কাটিয়ে আবার কলকাতার টাঁকশালে যোগ দিলেন জেমস। তাঁর উপরওয়ালা হোরেস হেম্যান উইলসন ছিলেন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি। টাঁকশালের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণখ্যাত চার্লস উইলকিন্স এবং হেনরি টমাস কোলব্রুকের উৎসাহে উইলসন হয় এশিয়াটিক সোসাইটির। সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং জোন্স নিজে হন সভাপতি। উদ্দেশ্য, উপনিবেশ ভারতবর্ষের ইতিহাস খোঁজা এবং তা নিয়ে চর্চা করা। জন্মলগ্ন থেকেই স্থির করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান শুধু ভারতীয় উপমহাদেশই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ঘটে যাওয়া সব রকম প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান ও অনুশীলন করবে। কিন্তু সমস্যা বাঁধল, ইসলাম যুগের আগের তথ্যাবলি নিয়ে।
হিন্দু পণ্ডিতেরা ইতিহাস বলতে যা নিয়ে এলেন, সেগুলো পুরাণ, ধর্মাশ্রয়ী বহু গল্পের সমাহার, বস্তুনিষ্ঠ তথা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক নয়। সেখানে অশোক নামে মগধের এক রাজার কথা থাকলেও তৎকালীন আর পাঁচটা সামন্ত-রাজার থেকে বেশি গুরুত্ব তাঁর ছিল না আর গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত সম্পর্কে তেমন কোনও উচ্চবাচ্যও নেই। পুরাণ ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র থেকে জানা গেল, গৌতম বুদ্ধ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর নবম অবতার, কিন্তু তাঁর কাজ ছিল, জগৎবাসীকে নাস্তিকতা শেখানো, যার ফলে সমাজ অধর্মে পতিত হয় এবং তার পর দশম অবতার কল্কি এসে অধর্ম নাশ করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ, একাদশ-দ্বাদশ শতকের ইতালীয় পর্যটক মার্কোপোলোর বিবরণ অনুসারে জোন্স জানতেন, বুদ্ধ নামে এক ধর্মপ্রচারকের প্রবর্তিত কোনও এক ধর্ম এই উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী থাকলেও তাদের কথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল না, ফলে জোন্স তাদের খোঁজও পাননি।
হিসেব না মিললেও, নিজের জ্ঞান এবং এ দেশের পণ্ডিতদের দেওয়া পুরাণাশ্রিত আখ্যান মিলিয়ে ১৭৮৯-এর 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় জোন্স এক প্রবন্ধ লিখলেন বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে। প্রবন্ধ প্রকাশ হবার পর দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিক্রিয়া আসতে আরম্ভ করল। ক্রমশঃ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ভোট চুরি নিয়ে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

তাওয়াং এ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন শুরু
আর্চারি, ফুটবল ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় উত্তেজনা

তাওয়াং, ৩০ আগস্ট : আগস্ট ২৯, শুক্রবার তাওয়াংয়ের গ্যলওয়া চানগ্যাং গ্যাতসো হাই আলটিচুড স্পোর্টস স্টেডিয়ামে শুরু হল জাতীয় ক্রীড়া দিবসের তিনদিনব্যাপী উদযাপন। তাওয়াং ক্রীড়া বিভাগ, তাওয়াং জেলা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন এবং তাওয়াং সাইক্লিং অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন করেন তাওয়াংয়ের ডেপুটি কমিশনার নামগ্যাল আংমো।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ড. ডি. ডাবলিউ. থঙন, ডেপুটি কমান্ডার তাওয়াং ব্রিগেড কর্নেল এম. উপাধ্যায়ক, মনা মিমাং তসোগপা প্রতিনিধি, এবং বিভিন্ন জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিসিয়ালরা। তাওয়াংয়ের জনপ্রিয় নেতা নগাওয়াং তেনজিন, ক্রীড়া ক্লাব সদস্য ও উৎসাহী স্থানীয় বাসিন্দারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার নামগ্যাল আংমো তার বক্তৃতায় স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিরলস প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করেন, যারা তরুণ প্রতিভা বিকাশে এবং যুবকদের নিয়মিত টুর্নামেন্টের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছে। তিনি ক্রীড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা শৃঙ্খলা, দলগত কাজ এবং সহনশীলতা শেখায়, এবং আর্চারি খেলোয়াড়দের প্রশংসা করেন যারা ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে রক্ষা ও উন্নত করেছেন। জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা সাংগে তসেরিং জাতীয় ক্রীড়া দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে হকি কিংবদন্তী মেজর ধ্যান চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, যাঁর অবদান ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি পরবর্তী কিছু প্রতিযোগিতা, যেমন জায়ান্ট বুদ্ধ মূর্তির কাছ থেকে শুরু হওয়া সাইক্লিং র‍্যালি এবং ৩১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেজর ধ্যান চাঁদের প্রতি ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পেশাদার প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আর্চারি প্রশিক্ষণ নেওয়া তরুণ খেলোয়াড়দের ট্র্যাকস্যুট প্রদান করা হয়, এরপর তারা উত্তেজনাপূর্ণ আর্চারি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

আর্চারি প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুসারে, সাব-জুনিয়র বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তেরিং ওয়াংচু, দ্বিতীয় হয়েছেন তেনজিন ডনডুপ এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তেনজিন ডর্জি। জুনিয়র বিভাগে প্রথম হয়েছেন তেরিং ডর্জি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তেনজিন ডনডুপ এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কনচো দ্রেমা। সিনিয়র বিভাগে সোনাম প্রথম স্থান লাভ করেছেন, তাশি তেরিং দ্বিতীয় এবং তেনজিন লেন্দুপ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন।

দিনটি শেষ হয় তাওয়াং জেলা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের দল ও ডি.সি.-এক্সআই দলের মধ্যে এক উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ দিয়ে, যেখানে এম.এল.এ. নামগেয় তেরিং নেতৃত্ব দেন। নাটকীয় এক ফলাফলে, তাওয়াং জেলা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন দল ৭-৬ ব্যবধানে জয় লাভ করে।

চলমান এই উৎসবের পরবর্তী দিনগুলিতে আরও ক্রীড়ামূলক কার্যক্রম প্রতীক্ষা করছে, যা ক্রীড়াবিদ, উৎসাহী ব্যক্তিরা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে একত্রিত করবে এবং ভারতীয় ক্রীড়ার চিরন্তন ঐতিহ্যকে সম্মানিত করবে।

ভয়ঙ্কর জাতীয় সড়ক, ফটিকরায় শ্রীপুর এলাকায়

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : ফটিকরায় থানাধীন শ্রীপুর এলাকায় এনএইচ ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কের রাস্তার কিছু অংশ বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এতে সমস্যায় বিভিন্ন যানচালক থেকে শুরু করে পথচারীরা।

জানা গেছে বিগত ২০২৩ সালে হরিয়ানার রাজ্য থেকে আশা জিৎ কনস্ট্রাকশন নামে একটি কোম্পানি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করে। এই রাস্তাটির কাজ কাজ দিয়ে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে,কিন্তু কাজের গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। তারা আরো জানান, কাজটিও অতি নিম্নমানের হয়েছে। এছাড়া কৈলাসহর থেকে কমলপুর যাওয়ার বিকল্প জাতীয় সড়কের বহু স্থানে রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কিন্তু বহি:রাজ্যের জিৎ কন্সট্রাকশনের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব ব্যক্ত করেন। অতি শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের মেরামতি যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানায়।

TRIPURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NARSINGARGH
No. F.2 (15)-TIT/Admission/2025/ 1073 Date:30th August, 2025
B.TECH 1ST SEMESTER ADMISSION BASED ON SPOT ROUND COUNSELLING

It is hereby notified for information of all concerned that vacancies have arisen due to non-admission of candidates nominated during the last Spot Round counselling held on 27th August 2025. The candidates, who have attended the last spot round counselling but was not nominated for admission in B. Tech programme of this Institute, shall be considered for admission strictly on the basis of merit and availability of seats and such list of eligible candidates will be uploaded in the Institute admission portal: admissiontit.in in due course. These vacancies shall be filled up among the candidates in the published list, following the prescribed procedure and merit order. The eligible candidates from the said list are required to report to the Institute for admission formalities on 3rd September 2025 at 11.00 a.m. failing which candidate may loose his/her merit seniority. Admission will be offered strictly in accordance with rules, availability of seats, and merit position. Nominated candidates need to complete the admission formalities on the same day. i.e. 3rd September, 2025 and no further admission shall be entertained thereafter. All concerned are hereby advised to visit the official admission portal of the Institute: admissiontit.in regularly for further updates in this connection.
Candidates, who will be receiving 'Nomination Letter' from competent authority, are hereby advised to visit the above admission portal of Tripura Institute of Technology and read the detailed guideline related to B. Tech 1st semester Admission. Following the admission guideline, candidates are advised to pay admission fee, fill up Admission Form (admission form to be filled up in online mode only), Format of medical examination report and all other documents as mentioned in the detailed guideline related to B. Tech 1st semester admission available in admissiontit.in.
ICA/-D 880/25

Principal, TIT

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 09/AGRI/EE/MECH/2025-26

On behalf of the 'Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI EECO Vehicle for a period of 01 (one) year.

SL NO	Description of Work	Quantity	Cost of tender	Quotation dropping center	Last date & time for application & issue of tender documents	Date & time for dropping of quotation	Date & time for opening of quotation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hiring of 01 (one) No. **Maruti Eeco along with driver** for official use by the Assistant Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year. **(DNISQ No.: 03/AGRI/EE(M)/ 2025-26)**	01 (One) no.	Rs. 1,000.00 only.	O/o The Executive Engineer (Mech.) Department of Agriculture & F.W Office Lane, Agartala	19/09/2025 Up to 03:00 PM	19/09/2025. Up to 03:00pm	19/09/2025 at 04:00pm, if possible

For details, please contact to the office of the undersigned.
ICA/C/ 2084/25

Executive Engineer (Mech)
Department of Agriculture & F.W. Office Lane, Agartala

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC invites online **percentage rate e-tender** in single bid system for the following work:-

SL NO	NAME O FTHE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD-ING AND BIDDING
01	DNIet-EE-(Elect)/AMC/19/2025-26	r22,68,639.00	r45,373.00	45 (Fifteen) days	Date : 03-09-2025 Time : 15:00 Hrs.
02	DNIet-EE-(Elect)/AMC/20/2025-26	r37,19,209.00	r74,384.00	45 (Fifteen) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

Name of the work: Notice inviting one SNIQ for "Determinants of anaemia among pregnant women in the State of Tripura". One Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) as mentioned above are hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorised local supplier, dealer/ distributors. For detail tender information and document may be seen at notice board of AGMC and AGMC college website(www.agmc.nic.in).
ICA/C/ 2086/25

Medical Superintendent &HoD
AGMC & GBP Hospital
Agartala

গুজরাটে "ভোট চুরি" অভিযোগ: কংগ্রেসের অভিযুক্ত বিজেপি, একাধিক ভোটার আইডি নিয়ে নানা বিতর্ক

আহমেদাবাদ, ৩০ আগস্ট : গুজরাটের কংগ্রেস সভাপতি অমিত চাভড়া শনিবার বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি' বা ভোট চুরির বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে ব্যাপক জালিয়াতি চলছে এবং হাজার হাজার ভুয়া ও ডুপ্লিকেট এন্ট্রি পাওয়া গেছে।

অমিত চাভড়া বলেন, "কংগ্রেসের দলীয় সদস্যরা ভোটার তালিকার পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে গুজরাটের অনেক এলাকায় একাধিক ভোটারের নাম একাধিকবার তালিকাভুক্ত হয়েছে।" তিনি বিশেষ করে নৌসারি লোকসভা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন, যেখানে গুজরাট বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি.আর. প্যাটিল নির্বাচিত।

চাভড়া বলেন, কংগ্রেসের দলীয় পর্যালোচনায় নৌসারি কেন্দ্রের চরিয়াসি বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে। মোট ৬,০৯,৫৯২ নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার তালিকা পরীক্ষা করার পর ৩০,০০০ ভোটারকে 'ডুপ্লিকেট, ভুয়া বা সন্দেহজনক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। চাভড়া দাবি করেছেন, "একটি কেন্দ্রেই যদি এতো বড় ধরনের ভোট চুরি হয়, তাহলে গোটা রাজ্যে গণতন্ত্র কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা ভাবুন।"

তিনি আরও বলেন, "এ ধরনের অনিয়মের কারণে সি.আর. প্যাটিলের আগের নির্বাচনী জয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।" কংগ্রেসের তদন্তে দেখা গেছে, একাধিক ভোটারের নাম একাধিকবার তালিকাভুক্ত হয়েছে, কখনও ছোট বানান ভুল দিয়ে আবার কখনও একাধিক ভোটার আইডি ব্যবহার করে।অমিত চাভড়া আরো অভিযোগ করেন, কিছু ক্ষেত্রে ঠিকানা পরিবর্তন করে ভোটার তালিকায় বাড়তি নাম যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, "এটি কোনো সাধারণ ত্রুটি নয়, এটি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য একটি সাজানো ষড়যন্ত্র।" কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, গুজরাটের ভোটার তালিকায় এই ধরনের কার্যকলাপ দিনের পর দিন চলছে এবং এটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটি চেষ্টা।

যদিও কংগ্রেসের এই গুরুতর অভিযোগের পর বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনো সুষ্ঠু প্রতিক্রিয়া আসেনি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, গুজরাটের ভোটার তালিকা নিয়ে সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়টি অনেক আগে থেকেই আলোচনায় ছিল। কংগ্রেস জানায়, তারা এই ধরনের ভোট চুরি বা তালিকা ম্যানিপুলেশন ঠেকাতে পরবর্তী সময়ে আরো তদন্ত করবে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে পূর্ণাঙ্গ যাচাইয়ের দাবি জানাবে।

অমিত চাভড়ার অভিযোগের পর, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বর্তমানে বিহারে তাঁর 'ভোটার অধিকার যাত্রা' চালিয়ে যাচ্ছেন। বিহারে নির্বাচনী তালিকা নিয়ে বিশাল বিতর্কের পর, রাহুল গান্ধী ১৭ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রার মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করার দাবি তুলেছেন। কংগ্রেসের মতে, সারা দেশে ভোটার তালিকার পুনরায় সংশোধনের সময়ে বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত জালিয়াতির কাজ চলছে।

রাহুল গান্ধী বলেছেন, "আমি প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রীকে ভোট চুরির অভিযোগ করছি, কিন্তু তিনি একেবারেই নিশ্চুপ কেন? কারণ তিনি ধরা পড়েছেন, তিনি উন্মুক্ত হয়েছেন। বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার প্রতি জনগণের সাড়া প্রধানমন্ত্রীকে শেকলবদ্ধ করেছে।" রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের এই যাত্রা শুধু বিহারে নয়, পুরো ভারতের নির্বাচনী সিস্টেমে আস্থাহীনতা তৈরি করেছে। গত সপ্তাহে কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বিহারের নির্বাচন কমিশনের প্রক্রিয়াকে "গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর" বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন কংগ্রেসের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান কংগ্রেস নেতাকে জানিয়েছেন যে, তিনি যদি এই অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে না পারেন, তবে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে অথবা লিখিত বিবৃতি দিয়ে তার অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দেখাতে হবে, যা নির্বাচন বিধির অধীনে প্রয়োজনীয়।

এখন, গুজরাটের ভোটার তালিকা নিয়ে এই বিতর্ক ও কংগ্রেসের অভিযুক্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে।

বিহারে "ভোটার অধিকার যাত্রা" — রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে উত্তাল পরিস্থিতি

ছাপড়া, ৩০ আগস্ট : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বর্তমানে বিহারে তাঁর 'ভোটার অধিকার যাত্রা' চালিয়ে যাচ্ছেন। গত কয়েকদিন ধরেই বিহারে এই যাত্রা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে এবং আজ সারণ জেলার পথে চলতে চলতে এই যাত্রা এক নতুন কারণে শিরোনামে উঠে এসেছে। সারণের এক জনসমাবেশে রাহুল গান্ধীর সামনে বিজেপি কর্মীরা "নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ" স্লোগান দিতে থাকেন, পাশাপাশি কিছু কর্মী কালো পতাকা প্রদর্শন করেন, যা স্থানীয়ভাবে বিরোধিতার এক চরম দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিন, শনিবার, রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, রাজদল নেতা তেজস্বী যাদবসহ মহাগঠবন্ধনের অন্যান্য নেতারা একটি খোলা জিপে বসে জনগণের মধ্যে অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন। সেই সময়ে, কিছু বিজেপি সমর্থকরা এগিয়ে এসে মোদী জিন্দাবাদ স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরপর সেই বিজেপি কর্মীরা কালো পতাকা প্রদর্শন করে, যা সাধারণত প্রতিবাদ ও বিরোধিতা প্রদর্শনের একটি প্রচলিত চিহ্ন।

এটি প্রথম নয়, এর আগেও রাহুল গান্ধী ও তার সহযাত্রী নেতাদের যাত্রার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে, দারভাঙ্গা শহরের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে এক বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়, যা জনমত ও মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময়, অভিযুক্ত রফিককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে দ্রুত পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হয়।

আজকের ঘটনাটি ছিল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার একটি সাধারণ দৃশ্য, যেখানে একপক্ষের বিরোধিতা অন্যপক্ষের জনসমর্থনে চ্যালেঞ্জ জানায়। তবে, যাত্রা চলাকালে রাহুল গান্ধী বিরোধী স্লোগান ও কালো পতাকার প্রতিবাদ মেনে নিতে গিয়ে এক অদ্ভুত শান্তি প্রদর্শন করেন। স্লোগান শোনার পর, তিনি তাদের দিকে এগিয়ে যান এবং এক যুবককে তার গাড়ির কাছে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুটা আলাপ-আলোচনা করেন। এই ঘটনার পর, রাহুল গান্ধী হঠাৎ তার পকেট থেকে একটি টফি বের করে ওই যুবককে দেন। এটি ছিল এক অবাক করা দৃশ্য, যেখানে বিরোধী স্লোগান ও রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও রাহুল গান্ধী শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান।

এই ঘটনা একটি রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং মানবিকতার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী তার এই ছোট্ট ও মানবিক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে আন্তরিক সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রাখা সম্ভব। এটি সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয় এবং মিডিয়াও এই ঘটনায় রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক পরিপক্কতার প্রশংসা করেছে।

'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু হয়েছিল ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এবং এর মূল উদ্দেশ্য হল বিহারে নির্বাচনী তালিকায় ৬৫ লাখ ভোটারের নাম মুছে ফেলার প্রতিবাদ করা, যাকে বিরোধী দলগুলি জনগণের ভোটাধিকারকে হরণের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছে। বিশেষভাবে, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছে যে এই তালিকা সংশোধন কার্যক্রমে মানুষের ভোটাধিকারকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং সরকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রাহুল গান্ধী সম্প্রতি এক সমাবেশে অভিযোগ করেছেন, "বিজেপি নেতারা আতঙ্কিত, কারণ মোদী সরকার নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে ভোট চুরি করার চেষ্টা করছে।" তাঁর এই বক্তব্য নির্বাচন কমিশনের গত কর্মকাণ্ড এবং বিরোধী দলের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে, ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাতিল করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই যাত্রার সমাপনী পর্বে যোগ দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য যশুফ পাঠান ও লালিতেশ পতি ত্রিপাঠী এই পদযাত্রায় প্রতিনিধিত্ব করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ভারতের বিরোধী দলগুলির জোট 'ইন্ডিয়া' এর অংশ হিসেবে এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করবে এবং গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে একযোগে কাজ করবে। এই যাত্রা বিহারের নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে, বিশেষ করে সেখানে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে, যা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল এই যাত্রাকে 'ঐতিহাসিক আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, "বিজেপির কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার রক্ষা করার জন্য এই যাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

এছাড়া, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই যাত্রা শুধু বিহারের ভোটাধিকার নিয়েই নয়, বরং ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবেশ ও বিরোধী দলগুলির একতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

নাগাল্যান্ডে জাতীয় ক্রীড়া দিবসে ১৫১ ক্রীড়াবিদকে সম্মাননা

কোহিমা, ৩০ আগস্ট: নাগাল্যান্ডের ১৫১ জন ক্রীড়াবিদকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে সম্মাননা প্রদান করা হয়, যারা উত্তর পূর্ব, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্টে রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছেন।

যুবসম্পদ ও ক্রীড়া উপদেষ্টা এস. কেওশু ইয়িমখিয়ং অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জানান যে, রাজ্য সরকার 'খেলো ভারত নীতি ২০২৫' অনুযায়ী একটি নতুন ক্রীড়া নীতি তৈরি করছে। তিনি বলেন, এই নীতি রাজ্যের ক্রীড়া পরিবেশ শক্তিশালী করার পাশাপাশি ক্রীড়াবিদদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইয়িমখিয়ং পুরস্কৃত ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান এবং হকি কিংবদন্তি মেজর ধ্যান চাঁদের কীর্তির স্মৃতিচারণ করেন, যাঁর জন্মদিন জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। তিনি জানান, সরকার বর্তমানে নাগাল্যান্ডের সব ১৭টি জেলার ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে, যেখানে বেশিরভাগ জেলাতেই আধুনিক স্টেডিয়াম, ফুটসাল কোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধা রয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতেও প্রকল্পগুলি চলমান। তিনি পুলিশ বিভাগকে উজ্জ্বল ক্রীড়াবিদদের জন্য চাকরির সুযোগ দেওয়ার অনুরোধও করেন।

নাগাল্যান্ড পুলিশের মহাপরিচালক রুপিন শর্মা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে ক্রীড়াবিদদের প্রতি আগ্রহ এবং তাদের সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। তিনি ক্রীড়ার মাধ্যমে গঠিত শৃঙ্খলা ও সহনশীলতার গুরুত্বে আলোচনার পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণে ক্রীড়াবিদদের জন্য ব্যক্তিগত স্পনসরশিপের অভাবের বিষয়েও মন্তব্য করেন।

শর্মা জানান, নাগাল্যান্ড পুলিশ শীঘ্রই নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করবে, যেখানে যোগ্য ক্রীড়াবিদদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি আরও পরামর্শ দেন যে, ক্রীড়াবিদদের রেফারি, কোচ এবং ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে এবং রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এবং সিএসআর উদ্যোগগুলোর মধ্যে আরও শক্তিশালী সহযোগিতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যাতে নাগাল্যান্ডে একটি টেকসই ক্রীড়া পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মণিপুরে মাদক পাচারের বড় চেষ্টার ব্যর্থতা, ৩ জন গ্রেফতার, ব্রাউন সুগার ও নগদ অর্থ উদ্ধার

ইমফল, ৩০ আগস্ট : মণিপুরে ২৯ আগস্ট, শুক্রবার দুটি পৃথক অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এবং বিপুল পরিমাণ মাদক, নগদ অর্থ ও যানবাহন উদ্ধার করেছে। প্রথম অভিযানে, সেনাপতি পুলিশ স্টেশনের অধীনে হেংবুং পুলিশ আউটপোস্টের সদস্যরা মাদক পাচারকারী পগেগৌলাল তৌথাং (২২) কে আটক করে। তার কাছ থেকে ২০৫টি সাব কেস ব্রাউন সুগার (২.৮১৬ কেজি), ২.৫ লক্ষ নগদ, একটি চারচাকা যানবাহন, দুটি সিম কার্ডসহ একটি মোবাইল ফোন, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, মাও গেট পুলিশ চেকপোস্টে মণিপুর পুলিশ দুটি মহিলা পাচারকারী মিসেস বি. ডিনাহ (৪২) এবং মিসেস এইচ. খুনে (৪৫)-কে আটক করে। তাদের কাছ থেকে ১১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। নিরাপত্তা বাহিনী এই মাদক পাচার চক্রের বিস্তৃত

PNIe-T No:- 16/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in Single bid system are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 67/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 12,23,376.00	₹ 24,468.00	Upto 3.00 P.M on 04.09.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 04.09.2025 if possible
2	DNIeT No. : 68/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 18,68,571.00	₹ 37,371.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com
ICA/C/ 2093/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. RD Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

"Conserve Water Save Life"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ডাবের জলের ৬টি উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে। কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভুমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্টি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে। ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা।এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

গরমে যত্ন নিন ত্বক এবং চুলের

ঠান্ডা থেকে হঠাত গরম পরে যাওয়ায় আপনার ত্বক ও চুলের যত্নের রুটিনে বেশ কিছুটা বদল আনা প্রয়োজন।

শেরিল কস্মেকিউটিকালসের ম্যানেজার গুঞ্জন জৈন আইএএনএসকে বলেন জলই আসল-এই গরমে প্রচুর জল পান করার প্রয়োজন।এতে শরীরে জলের ভারসাম্য যেমন বজায় থাকে তেমনই দেহের ভিতরের টক্সিক বর্জ্যগুলিও বেড়িয়ে যায়, ফলত ত্বক পরিষ্কার হয়। কাজে বেরোনোর সময় ব্যাগে নিয়ে নিন একটা ময়শ্চারাইজার এবং বাড়িতে তৈরি ফ্লেভার্ড জল।নিয়ম করে সারাদিন শরীর ও ত্বককে পানীয় দিন।

ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন-কখনোই সঠিক সহ সানব্লক ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না।আমরা সকলেই সানব্লক সম্পর্কে অবগত হলেও সঠিক পরিমাণে তা ব্যবহার করাও প্রয়োজন।রাস্তায় বেরোনোর ১৫-২০ মিনিট আগে সানব্লক ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনমতো তা সারাদিনে পুনর্ব্যবহার করুন।প্রতিদিন নিয়ম করে সানব্লক ব্যবহার করুন।

পার্লার ট্রিটমেন্ট— মাসে একবার অ্যান্টি-ডালনেস অথবা ডি-ট্যানিং ফেশিয়াল করাতে পারেন।এতে আপনার ত্বক অনেক সহজে গরমের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে।রুক্ষতা এবং ট্যান কমানোর জন্য ত্বককে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এক্সফোলিয়েশন--- ত্বকের মৃত কোষগুলিকে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, এতে ত্বক ভাল এবং মোলায়েম হয়।প্রতিদিন হাইড্রেটিং ফেস ওয়াশ এবং এক্সফোলিয়েটর দিয়ে মুখ অতি অবশ্য পরিষ্কার করুন।ঘাম এবং তেল পরিষ্কার করার জন্য গ্রীষ্মে ত্বক ক্লেঞ্জিং এবং তরতাজা করা দরকার।

ম্যাট্রিক্স ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মেলরয় ডিকসন দিলেন চুলের যত্ন নেওয়ার টিপস

হিটিং টুলস ব্যবহার বন্ধ করুন— গ্রীষ্মের উত্তাপ আপনার চুলকে ঘর্মাক্ত করে এবং আর্দতা চুলকে ফ্রিজি করে। তাই হেয়ার আয়রন বা ব্লো ড্রায়ারের মত হিট স্টাইলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার না ক্রাই ভাল।পরিবর্তে হেয়ার জেল, ওয়্যাক্স বা স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন।

হেয়ার হাইড্রেটিং এবং ফ্রিজ কন্টোলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন-গ্রীষ্মে আপনার চুল শুষ্ক এবং ফ্রিজি হয়ে যায়।এই সমস্যাগুলি কমানোর জন্য সঠিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করা দ্রকার। চুলকে ময়শ্চারাইজ করা দরকার।এছাড়াও সিরাম এবং লিভ-ইনস ব্যবহার করুন। শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার-গরমে প্রতিদিন চুল ধোয়া একটু অসুবিধার হতে পারে, এতে স্ক্যাল্প শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কণ্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।এছাড়াও গরম জলে চুল ধোবেন না। এতে স্ক্যাল্পের উত্তাপ বেড়ে যায় এবং চুলের ক্ষতি করে।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে।এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে।

রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভাব দূর করে পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই যোগব্যায়াম

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভুমিকা রাখে। আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা। সেতুবন্ধ আসন যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। ধনুরাসন প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন। এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে। ভুজঙ্গাসন এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। উস্ত্রাসন এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

গরমের দুপুরে বাচ্চাদের বাইরে না বেরোনোই ভালো

প্রখর রৌদ্রে দুপুরে ঘোরাঘুরি করলে শরীরের তাপমাত্রাও বাড়ে। কিন্তু বাচ্চাদের বিশেষত পাঁচ বছরের নিচে বাচ্চাদের শরীরের ভিতর ও বাইরে তাপমাত্রার সমঞ্জস্যের থার্মোস্ট্যাটিক সিস্টেম ঠিকমত তৈরি হয় না বলে এই গরমে বাচ্চাদের জ্বর হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। অত্যধিক জ্বরে বাচ্চা জ্ঞান হারাতে পারে বা তড়কা বা খিঁচুনি হতে পারে। তাই জলপটি দিয়ে বা ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে তাপমাত্রা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে। তবে কখনোই বরফ বা বরফ ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন না। এতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। অনেকেরই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, সেক্ষেত্রে সামান্য গরম জলে স্নান করাতে পারেন।

অনেক শিশুরই অ্যালার্জিজনিত সর্দিকাশি ও জ্বরের প্রবণতা খুব বেশি থাকে। এদের অনেকেই গলায় ব্যথা ও টনসিলের সমস্যায় ভোগে,কিন্তু এজন্য কখনোই দোকান থেকে কিনে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। তাছাড়া ভাইরাল সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক খাইয়ে খুব একটা লাভও হয় না। উল্টোদিকে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের কর্মক্ষমতা কমে যায়। তাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না। আর গলাব্যথার সঙ্গে জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

গরমের আর এক সাধারণ অসুখ হল ডায়েরিয়া। আসলে গরমের এই গরমে পেটের অসুখের জীবাণুর দ্রুতসংখ্যা বৃদ্ধি করে। এরপরে প্রচন্ড গরমে বাইরের অপরিচ্ছন্ন খাবার ও জল থেকে সহজেই পেট খারাপ হতে পারে। পেট খারাপ হলে দ্রুত বাজার চলতি বা ঘরে তৈরি ওআরএস দিন। শরীরে জলীয় ভাগ যাতে না কমে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন বা হাসপাতালে ভর্তি থাকুন।হাসপাতালে স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে জলীয় পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়।এই বিষয়ে সাবধান হবেন, হঠাৎ গরম থেকে এসে হিমশীতল জল বা এসি কোনটাই ভালো না। ধীরে ধীরে ঠান্ডার আরাম উপভোগ করুন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকেই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট।

অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে।

আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন। পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল। আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে।

আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

দইয়ের দুই ব্যাকটেরিয়া ক্যান্সার কোষ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সাহায্য করে

দধি বা দই প্রস্তুত করা হয় ব্যাক্টেরিয়ার গাঁজন হতে। এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে পরিচিত। এক গবেষণায় দেখা গেছে, দইয়ে উপস্থিত ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস থ্রেমোফিলাস নামক দুটি ব্যাকটেরিয়া রোধ করে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।

আর পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, এটি হাড়ের রোগ নিয়ন্ত্রণেও কায্যকরী ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন "ডি" থাকায়। প্রায় চার হাজার বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছে দই।

গবেষণায় বলছে, দইয়ে আছে রিবোফ্লভিন, পাইরডক্সিন, কোবালামিন ও ভিটামিন ডি। আর খনিজ উপাদানের মধ্যে রয়েছে জিংক, পিটাশিয়াম, ফসফরাস ও আয়োডিন। বাড়িতে দুধ থেকে সরাসরি বানিয়ে খাওয়া যায় দই। এছাড়াও কোরমা, সালাদ অথবা মাংস রান্নার সুবাদে ভোজনবিলাসীর পাতে এনে দেয় ভিন্ন স্বাদ। দইয়ে রয়েছে অসংখ্য উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা সহজে হজমে সহায়তা করার পাশাপাশি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে আরো রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন "ডি" যেটি কাজ করে হাড়ের রোগ , অস্টিওপরোসিস ও আর্থারাইটিস নিয়ন্ত্রণে। এটা গ্যাস হলে এমনকি সর্দি হলে দইয়ের ঘোল পান করে মেলে উপকারিতা। কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, কোলন ক্যান্সার ও অন্ত্রের সমস্যা দূর করতে কার্যকরী দই। আর ভিটামিন ডি কাজ করে পেটের ভিতর ঘাঁ সারাতে। তবে কিডনির সমস্যায় নিয়ম মেনে খেতে হবে দই।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ঢাকায় জাসদ ও গণ অধিকার পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত

ঢাকা, ৩০ আগস্ট : বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাকরাইলে গতকাল সন্ধ্যায় দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষে জাসদ (জাতীয় পার্টি) এবং গণ অধিকার পরিষদের সদস্যরা জড়িত ছিলেন। এই সহিংসতার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

গণ অধিকার পরিষদ দাবি করেছে যে, তাদের মিছিলটি যখন কাকরাইলের জাসদ অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন জাসদ কর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। অন্যদিকে, জাসদ দাবি করেছে যে, গণ অধিকার পরিষদ তাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, রাত ৯:৩০-এ তাদের নেতৃবৃন্দ প্রেস কনফারেন্সের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখন পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এ সময় প্রেসিডেন্ট নুরুল হক, রাশেদ খান সহ শতাধিক কর্মী আহত হন। নুরুল হক গুরুতর আহত হয়ে ঢাকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

রাশেদ খান সাংবাদিকদের জানান, জাসদ এবং আওয়ামী লীগ একসঙ্গে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, জাসদ নেতা জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও তিনি এখনও মুক্তি পাচ্ছেন, অথচ আওয়ামী লীগ বা অন্য কোনো দলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

এছাড়া, ঢাকার রামনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম বলেন, ঘটনা শুরু হয়েছিল যখন গণ অধিকার পরিষদের মিছিলটি জাসদ অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হয় এবং আধা ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। এরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে যে, শুক্রবার রাত ৮টার দিকে কাকরাইলে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পুলিশ এবং সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সংঘর্ষে পাঁচ সেনাকর্মীও আহত হন। আইএসপিআর আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি শুরুর সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দুই পক্ষকে শান্ত থাকার অনুরোধ করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মীমাংসা করার আহ্বান জানায়, কিন্তু কিছু কর্মী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালায় এবং পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলে।গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসে সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি দাবি করেন, নুরুল হককে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমন আক্রমণ বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। তিনি সরকারের কাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ আক্রমণের কারণ এবং এটির পিছনে কোন সরকারি নির্দেশনা ছিল কিনা তা স্পষ্ট করার দাবি জানান।

এ সংঘর্ষের কারণে ঢাকার বিজয়নগর, নয়া পল্টনসহ আশেপাশের এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ভোগান্তি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়।

২০২৭ সালে বৃন্দাবনী বস্ত্র অসমে আনার প্রচেষ্টা চলছে: হিমন্তা বিশ্বশর্মা

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তা বিশ্বশর্মা ৩০ আগস্ট একথা জানিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক ১৬শ শতকের বৃন্দাবনী বস্ত্র, যা শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নির্দেশনায় তৈরি হয়েছিল, বর্তমানে ইউরোপের তিনটি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বৃন্দাবনী বস্ত্রকে অসমে আনার প্রচেষ্টা চলছে এবং এটি ২০২৭ সালে ১৮ মাসের জন্য অসমে প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হবে।"

তিনি আরও জানান যে, বৃন্দাবনী বস্ত্রকে অসমে আনা নিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কারণ ব্রিটিশ সরকার এর স্থানান্তরের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছে। তবে, ইতিমধ্যেই কালাক্ষেত্রের মাধ্যমে এই বস্ত্রটি ডিজিটালি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, যা গবেষক ও কৃষ্টি প্রেমীদের জন্য এক অস্থায়ী সমাধান হিসেবে কাজ করবে।

অসম সরকার এই অমূল্য ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রটি প্রদর্শন করার জন্য একটি অত্যাধুনিক মিউজিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। মিউজিয়ামটি সিল্ক ডিপার্টমেন্টের জমিতে নির্মিত হবে এবং জেএসডব্লিউ গ্রুপের সহযোগিতায় এটি উন্নীত করা হবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃন্দাবনী বস্ত্রটি একটি ঐতিহাসিক রেশম শিল্পকর্ম, যা ১৬শ শতকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল। এটি ভগবান কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য চিত্রিত করে। ঐতিহ্যবাহী লাম্পাস পদ্ধতিতে বোনা এই বস্ত্রটি মূলত ১৫টি আলাদা টুকরো ছিল, যা পরে একত্রিত করে একটি বৃহৎ শিল্পকর্মে পরিণত করা হয়। বর্তমানে এর সবচেয়ে বড় জীবিত উদাহরণটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

বৃন্দাবনী বস্ত্রটি অসমের বুনন ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পদের একটি অমূল্য প্রমাণ, যা অসম থেকে তিব্বত হয়ে শেষমেশ লন্ডনে পৌঁছেছিল।

মোদী : রাজ্য-প্রিফেকচার অংশীদারিত্বে ভারত-জাপান সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিতে

টোকিও, ৩০ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, রাজ্য-প্রিফেকচার অংশীদারিত্ব উদ্যোগ ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, পর্যটন, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।

টোকিওতে জাপানের ১৬টি প্রিফেকচারের গভর্নরদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, দুই দেশের সম্পর্ক প্রাচীন সভ্যতাগত যোগসূত্র থেকে শক্তি পেয়ে আজও সমানভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারত-জাপান 'বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব' নতুন গতি পেয়েছে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, এবার সময় এসেছে শুধুমাত্র দিল্লি ও টোকিও-ভিত্তিক সহযোগিতার বাইরে গিয়ে রাজ্য ও প্রিফেকচারের মধ্যে নতুন মাত্রায় কাজ করার।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাজ্য সরকারগুলিকে এবং জাপানের গভর্নরদের আহ্বান জানান, উৎপাদন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, গতি, পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামো, স্টার্ট-আপ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ -এর ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তুলতে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী গভর্নরদের আমন্ত্রণ জানান ভারতের উন্নয়নের অংশীদার হতে। আলোচনার পর, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং তাঁর জাপানি সমকক্ষ শিগেরু ইশিবা সেন্দাই শহরে পৌঁছান শিনকানসেন বুলেট ট্রেনে। সেখানে তাঁরা টোকিও ইলেকট্রন কারখানা পরিদর্শন করেন, যা আধুনিক চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির একটি বড় উৎপাদক।

পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী মোদী চীনে রওনা দেবেন সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলনে অংশ নিতে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানায়, এই বৈঠকে দুই দেশের সাব-ন্যাশনাল স্তরের সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ মন্ত্রক জানায়, "ভারত-জাপান সম্পর্কের আরও দৃঢ় পথে এগিয়ে চলা। প্রধানমন্ত্রী মোদী টোকিওতে ১৬টি প্রিফেকচারের গভর্নরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।"

মোদী বলেন, প্রতিটি জাপানি প্রিফেকচারের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির রয়েছে নিজস্ব সক্ষমতা।

এই শক্তিগুলিকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশ পরস্পরের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

তিনি আরও বলেন, যৌথভাবে যুব ও দক্ষতা বিনিময়ের ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নিতে হবে। ভারতীয় প্রতিভা ও জাপানি প্রযুক্তির সমন্বয় দুই দেশের ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে পারে।

গভর্নররাও মত দেন যে, সাব-ন্যাশনাল স্তরে সহযোগিতা বাড়লে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

ডিসেম্বরে ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

মস্কো, ৩০ আগস্ট : চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে সরকারি সফরে ভারত আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের বিদেশনীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ জানিয়েছেন, চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠেয় সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে এই সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করবেন পুতিন।

চীনের তিয়ানজিন শহরে আগামী সোমবার এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে মোদী ও পুতিনের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঘোষণা এসেছে এমন এক সময়ে, যখন ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে, বিশেষত আমেরিকার শুল্ক নীতির প্রেক্ষাপটে। সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করেছেন, যার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনার সিদ্ধান্ত।

এই পটভূমিতে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করার লক্ষ্যে পুতিনের আসন্ন সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্রেমলিন সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর সফরের মূল এজেন্ডায় থাকবে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও ভৌগোলিক রাজনীতিতে সহযোগিতা আরও মজবুত করা।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে বিকল্প বাণিজ্যপথ ও জোট গঠনের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। পুতিনের ভারত সফর সেই দিকেই আরও এক ধাপ এগোনো।

রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু ব্যক্তির

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: ফের রেলে কাটা পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আজ সকালে আগরতলা থেকে সাব্রুমগামী ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা রেলস্টেশন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

শ্রীভূমি স্কুলে ক্লাস ১১ শিক্ষার্থীর পকেট থেকে উদ্ধার হাতে তৈরি পিস্তল, আতঙ্ক

শ্রীভূমি, ৩০ আগস্ট : অসমের শ্রীভূমি এলাকায় ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে এক ক্লাস ১১ শিক্ষার্থীর পকেট থেকে পিস্তল উদ্ধার হওয়ায় পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ঘটনা সে সময় সামনে আসে, যখন ছাত্র শ্যাম কুরি তার পকেটে বারবার হাত ঢুকিয়ে কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল, যা সন্দেহের সৃষ্টি করে। শিক্ষক প্রথমে ধারণা করেছিলেন যে, তিনি হয়তো ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ মোবাইল ফোন বহন করছেন, তাই তার পকেট চেক করার সময় পিস্তলটি পাওয়া যায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ছাত্রের অভিভাবক এবং পুলিশকে খবর দেয়। সদর পুলিশ স্টেশন থেকে একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, পিস্তলটি জব্দ করে এবং ছাত্রকে তার বাবার সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। স্কুলের প্রধান পরে জানিয়েছেন যে, ছাত্র পুলিশকে জানিয়েছে যে, তাকে একটি মুখাবশী ব্যক্তি স্কুলে যাওয়ার পথে পিস্তলটি দেয় এবং

রাজ্যে প্রায়

● প্রথম পাতার পর

জালিয়াতির কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় বিনিয়োগের নামে জালিয়াতিতে এক ব্যক্তি ২.৩ কোটি টাকা খুইয়েছেন। তেমনি, ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়ার নামে এক ব্যক্তি ধাপে ধাপে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা জালিয়াতির শিকার হয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, এক যুবক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও কলের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং প্রচুর টাকা প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

সাইবার জালিয়াতির বছর ভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে ১.৯৮ কোটি টাকা, ২০২২ সালে ৪.৬২ কোটি টাকা, ২০২৩ সালে ৯ কোটি টাকা, ২০২৪ সালে ২৫.৫৪ কোটি টাকা এবং ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ৯.৭৭ কোটি টাকা প্রতারণার রিপোর্ট নথিভুক্ত হয়েছে। বিষয়টি নি:সন্দেহে খুবই উদ্বেগের স্বীকার করেও তাঁর দাবি, সাইবার অপরাধীদের মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতির প্রবণতা রাজ্যে ক্রমশ নিম্নমুখী।

ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে সচেতন হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। সে-বিষয়ে নাগরিকদের নিজেকে সুরক্ষিত রাখার বেশ কিছু উপায় বলেছেন। জনসচেতনতায় ত্রিপুরা পুলিশের পরামর্শ, মোবাইল ফোনে শুধুমাত্র সেইসব অ্যাপ ইনস্টল করুন যেগুলো নিয়মিত ব্যবহার হয়। মোবাইল ফোন থেকে অব্যবহৃত অ্যাপগুলো সরিয়ে ফেলাই ভালো। পাসওয়ার্ড যথেষ্ট শক্তিশালী রাখতে হবে এবং তা বড় হাতের অক্ষর, ছোট হাতের অক্ষর এবং বিশেষ অক্ষরের সমন্বয় রেখে সাজাতে হবে। মাঝে মাঝে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন এবং একাধিক অ্যাকাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে।

ত্রিপুরা পুলিশের আরও পরামর্শ, কল বা এসএমএস ফরোয়ার্ড করা হচ্ছে কিনা তা পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। ফরোয়ার্ড করা হলে, তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে হবে। প্রতারণার শিকার হয়ে যদি কোনও টাকা হারানো যায়, তাহলে অবিলম্বে ১৯৩০ নম্বরে ডায়াল করে ওই লেনদেনগুলি রিপোর্ট করতে হবে। এছাড়াও, আরও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় থানা বা আগরতলার সাইবার ক্রাইম থানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ত্রিপুরা পুলিশ বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেছে, দেশে চলমান সাইবার অপরাধের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষার জন্য সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই জরুরী। সাথে "সাইবারডোস্ট" এর পাশাপাশি ত্রিপুরা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ইত্যাদি অনুসরণ করা উচিত। মনে রাখবেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিগত ছবি, ভয়েস এমনকি ভিডিও ব্যবহার করে ক্লোন করা যেতে পারে এবং এই ক্লোন করা ভয়েস, ভিডিও বা চিত্র দিয়ে অপরাধ করা যেতে পারে। বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনও সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপে যুক্ত হলে, অবিলম্বে সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

ত্রিপুরা পুলিশের উপদেশ, ব্যাংক লেনদেনগুলি পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করতে হবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে কিনা সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, সময়ে সময়ে মোবাইল আপডেট, ব্যক্তিগত তথ্যে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করতে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলিতে গোপনীয়তা সেটিংস ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি, কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনের জিপিএস, ব্লুটুথ, এনএফসি এবং অন্যান্য সেন্সরগুলি সর্বদা নিষ্ক্রিয় মোডে রাখতে হবে। এগুলি কেবল প্রয়োজনের সময় সক্রিয় করা যেতে পারে।

সাইবার জালিয়াতি থেকে রক্ষা পেতে ত্রিপুরা পুলিশ সকলকে সতর্ক করে বলেছে, অজানা ব্যক্তির কাছ থেকে কল, বার্তা বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কোনও প্রস্তাব পেলে প্রলুব্ধ হবেন না। এগুলি ফিশিং কল বা এসএমএস হতে পারে। উচ্চ রিটার্ন বা নিষ্পত্তির সাথে বিনিয়োগ বা বিদ্যুৎ বিল/গ্যাস বিল বা এই জাতীয় কোনও বিষয়ে কোনও লিঙ্কে ক্লিক করে কোনও '.খদ্মদ্ধ' ফাইল ইনস্টল করবেন না। পরিচিত বা অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সাথে কোনও পরিচয়পত্র, ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও শেয়ার করবেন না। ঘটনাক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে এই ধরণের সামগ্রী পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশিত হতে পারে এবং ভবিষ্যতে আপনাকে বিব্রত/মানহানি করতে পারে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, কোনও অজুহাতে মোবাইল ফোনে কোনও অজানা ব্যক্তির সাথে কোনও ঔক্ষ্ণ শেয়ার করবেন না। কোনও সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও পরিচিত ব্যক্তির কাছে টাকা চাওয়া হলে, আপনার কাছে সংরক্ষিত যোগাযোগ নম্বর দিয়ে কল করে সেই ব্যক্তির আসল পরিচয় যাচাই না করে তাকে কোনও টাকা পাঠাবেন না।

ত্রিপুরা পুলিশের পরামর্শ, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে কোনও নিবন্ধ কিনবেন না। এই ধরণের বিজ্ঞাপন মিথ্যা হতে পারে। "বাড়ি থেকে কাজ" ইত্যাদি সম্পর্কিত এসএমএস বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত কোনও যোগাযোগের জবাব দেবেন না। কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) মালিকদের জন্য যদি আপনি ইউপিআই থেকে টাকা পাওয়ার পরে কাউকে নগদ টাকা দেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই সেই নগদ টাকা প্রাপকের সঠিক নথি রাখতে হবে। অননুমোদিত অনলাইন গেম খেলবেন না, বিশেষ করে যেখানে আপনি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এই ধরনের অর্থ জালিয়াতির টাকা হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ত্রিপুরা পুলিশের আরও পরামর্শ, কোনও অজানা বা অপ্রচলিত ব্যক্তির কাছ থেকে অজানা ভিডিও কল গ্রহণ করবেন না। অনিয়ন্ত্রিত ঋণ অ্যাপ ইনস্টল এবং ঋণের জন্য আবেদন করবেন না। ডিজিটাল অ্যারেস্ট সম্পর্কিত কোনও কিছুর জবাব দেবেন না। কারণ, ডিজিটাল অ্যারেস্ট বলে কিছু নেই। কলের অন্য পাশে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ সদস্য একজন প্রতারক, সেটা আপনাকেই বুঝতে হবে। ত্রিপুরা পুলিশ ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে ঞ্চ২ঞ্চ লেনদেন না করার পরামর্শ দিয়েছে। সাথে বলেছে, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের নগদীকরণের জন্য কোনও ওটিপি শেয়ার করবেন না। অধিকন্তু, অব্যবহৃত বা অপ্রয়োজনীয় সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বিজেপি আপাদমস্তক

● প্রথম পাতার পর

ভেবেছিল একাই সরকার গঠন করতে পারবে। গত লোকসভা নির্বাচনে ৪০০ আসন পার করার স্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু বিজেপি নির্বাচনে ২৪০টা আসন পেয়েছিল। বিজেপি সরকার একা সরকার গড়তে পারেন নি। বরখ অন্যের কাঁধে ভড় করে সরকার চালাচ্ছে, বলে কটাক্ষ তাঁর। এদিন তিনি আরও বলেন, কিছুদিন আগে বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর প্রথম পর্যায়ে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া ৬৫ লক্ষ নামের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মুসলিম, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ অন্যান্যদের নাম বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে বিহার সহ গোটা ভারতে প্রতিবাদ হচ্ছে। এমনকি, সংসদে ও এবিসয়ে বিরোধীদের কন্ঠরোধ করা হয়েছে। বিজেপি নিজেদের পছন্দ মতো ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এককথায়, ভোট রণকৌশলকে হাতিয়ার করে বিজেপি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

গণেশ প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য সাউন্ডের সঙ্গে কোন মেশিন ছিল না। জনগণের অভিযোগ ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনে বেশিরভাগই শাসকদলের কর্মী। এজন্য পুলিশকে প্রায় মারতে উদ্যত হলেও পুলিশ চুপচাপ সহ্য করছিল। নিরীহ কোন জনগণের বা পরিবারের প্রতিমা ভাসান করতে গিয়ে সাউন্ড বক্স বাজালে পুলিশ সবাইকে আটক করে নিয়ে যেত বলে তাদের অভিযোগ।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পূর্ত

● প্রথম পাতার পর

আসেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। নান্টু দাসের অকাল মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ তিয়ানজিনে এসসিও

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে গৃহীত হবে একটি দশ-বর্ষীয় উন্নয়ন কৌশল, পাশাপাশি আলোচনা হবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সংযোগ বৃদ্ধির প্রকল্প এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা নিয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, এই সম্মেলন ভারত-চীন-রাশিয়া সহ সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেবে এবং জিওপলিটিক্সে এসসিও-র ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে।

সার্কিট হাউসে জনসভা

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং নিজেদের শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে ভোটে কারচুপি এবং বাকস্বাধীনতার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তার কথায়, গত ১১ বছর ধরে দেশের জনগণের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং সংসদে বিরোধীদের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গোটা দেশে অরাজকতা চলছে এবং সরকার শুধু নিজের লাভের জন্য কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, গোটা দেশবাসী বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে বড় ভুল করেছে। তার খেসারত প্রতিনিয়ত জনগণ পাচ্ছে। কংগ্রেস জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করছে এবং আমরা প্রতিবাদে সামিল হবো।

সুদীপ রায় বর্মণ জানান, প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'ভোট চোর গদি ছোড়' স্লোগানকে সামনে রেখে মহাকরণ অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে, জনসভা ও প্রতিবাদের স্থান তিনবার পরিবর্তন করেছে বিজেপি প্রশাসন। প্রথমে সার্কিট হাউসে জনসভার জন্য অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু শেষে দেখা যায়, বিজেপি মন্ডল নেতাদের নির্দেশে রাধানগরে কংগ্রেসের মিছিল আটকে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে সুদীপ রায় বর্মণ আরও বলেন, বর্তমানে পুলিশের অবস্থা খুবই করুণ। পুলিশ এখন শুধু বিজেপি নেতাদের পা চাটছে। মন্ডল নেতাদের সামান্য আদেশ মেনে পুলিশ নিজেদের স্বাধীনতা ভুলে গেছে। পুলিশকে নিজেদের দায়িত্ববোধের জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে।

তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি সরকার দেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এবং বর্তমান সময়ে নির্বাচন কমিশনকেও কাজে লাগিয়ে ভোটে কারচুপি করছে। জনগণের অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, তিনি দাবী করেন, যে কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি কোনওভাবেই আটকানো যাবে না এবং তারা জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে আরও বলেন, আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি এবং জনগণের পাশে থাকবো, এই আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

এবিষয়ে পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন, জনসভা করার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে আগাম কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। যার ফলে সার্কিট হাউসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য প্রশাসনপর তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শনিবার আগরতলায় কংগ্রেসের এক র‍্যালিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

লোকসভায় বিতর্কের মান কমছে, সংসদীয় কমিটিগুলোর সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা

ভুবনেশ্বর/নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় অধিবেশন সংখ্যা কমে যাওয়া এবং বিতর্কের মান ক্রমাগত নিম্নগামী হওয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, অর্থবহ বিতর্ক, শালীনতা ও সংলাপ ব্যতীত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি মানুষের বিশ্বাস ধাক্কা খাবে।

ভুবনেশ্বরে আয়োজিত "তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির কল্যাণ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির চেয়ারপার্সনদের জাতীয় সম্মেলনে" ভাষণ দিতে গিয়ে ওম বিড়লা বলেন, 'সংসদে যতই দলীয় বিভাজন থাকুক না কেন, সংসদীয় কমিটিগুলি হলো এমন এক মঞ্চ, যেখানে দলমত নির্বিশেষে জনস্বার্থে কাজ হয়।'

এই সম্মেলন এবার প্রথমবারের মতো নয়াদিল্লির বাইরে অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে দেশজুড়ে সংসদ ও রাজ্য পরিষদের প্রায় ১২০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ছিল। এবারের থিম ছিল: "সংসদীয় ও আইনসভা কমিটিগুলির ভূমিকা: তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন"।

ওম বিড়লা জানান, সংসদীয় কমিটিগুলি বাজেট যাচাই, কল্যাণ প্রকল্প পর্যালোচনা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আইন তৈরিতে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। তিনি বলেন, "সংসদে যখন বিতর্ক দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে, তখন এই কমিটিগুলি একমাত্র জায়গা, যেখানে নিরপেক্ষভাবে জনস্বার্থে আলোচনার সুযোগ থাকে।" তিনি ভাষার মান, আচরণ ও বিতর্কের গুণগত মানের অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'যখন আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন গণতন্ত্র দুর্বল হয়। সংসদের কাজ শুধুমাত্র আবেগ নয়, এটি হওয়া উচিত সমাধান ভিত্তিক ও দায়িত্বশীল আলোচনা।"

ওম বিড়লা বলেন, "যে উন্নয়ন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছায় না, তা অর্থহীন। ন্যায়বিচার, সমতা ও অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।" তিনি সরকারগুলিকে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ বাজেট পর্যালোচনা করার আহ্বান জানান এবং প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

সম্মেলনে উপস্থিত ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক জানান, রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই এসসি/এসটি জনগোষ্ঠী। তাদের কল্যাণে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ৬৮,৮৮১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছে। তিন লক্ষ "বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি"-এর জন্য পিএম জনমন স্কিম চালু হয়েছে এবং ১৫টি একলব্য স্কুলে প্রায় পাঁচ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পাচ্ছে। এছাড়াও, তিনি ঘোষণা করেন, শীঘ্রই রাজ্যের স্কুল পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন উপজাতি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

স্পিকার বিড়লা বলেন, 'ক্ষমতায়ন মানে শুধু আর্থিক অনুদান নয়, এটি হওয়া উচিত সম্মান, সুযোগ ও আত্মনির্ভরতার ভিত্তি। প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন শুধু ন্যায়ের প্রশ্ন নয়, এটি জাতীয় অগ্রগতির পূর্বশর্ত।"

ওম বিড়লা সকল আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে বলেন, "জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে রাজনীতি থেকে উপরে উঠে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।" তিনি মনে করিয়ে দেন, ভারতীয় গণতন্ত্র বরাবরই বিতর্ক এবং ঐকমত্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে।

এবারের সম্মেলন রাজধানীর বাইরে আয়োজন করায় তা প্রতীকীভাবে সংসদীয় কার্যক্রমকে প্রান্তিক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস হিসেবেই দেখা হচ্ছে। দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগামী ৫ দিন অব্যাহত থাকবে বিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টিপাত, জানাল আইএমডি

নয়াদিল্লি/শিমলা/শ্রীনগর, ৩০ আগস্ট : ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ একাধিক রাজ্যে লাগাতার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী পাঁচ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, দিল্লি ও তার আশেপাশের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। আজ উপকূলীয় কর্ণাটক, হিমাচল, পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে বিচ্ছিন্ন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সবচেয়ে করুণ প্রভাব পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে। জম্মু-কাশ্মীরে টানা বৃষ্টির কারণে ভূমিধস ও হঠাৎ প্লাবনে বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক টানা পাঁচদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে ভূমিধস ও রাস্তা ধ্বসে পড়ার কারণে প্রায় ২০০০-এর বেশি গাড়ি আটকে পড়েছে। জ্বালানি, তরিতরকারি, এলপিজি এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে একাধিক জেলায়। চেনানি ও উদমপুরের জাখাইনি এলাকার মধ্যে জাতীয় সড়কের একাধিক অংশে রাস্তা ধসে পড়েছে এবং বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন সচল করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও এখনও পর্যন্ত যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ। নগরোটা থেকে রেয়াসি, চেনানি, পাটনিটপ, বানিহাল হয়ে শ্রীনগর পর্যন্ত কোনো গাড়ি ছাড়ার অনুমতি নেই। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুঘল রোড ও কিশতওয়ার-সিন্থান-অনন্তনাগ রুটে সীমিতভাবে ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে আকস্মিক বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১১ জন। রেয়াসি জেলার মাহোর এলাকার বাদ্দার গ্রামে একটি বাড়ি ধসে পড়লে একই পরিবারের সাতজনএক দম্পতি এবং তাদের পাঁচ শিশুপাহাড়ের মাটিচাপায় মৃত্যু হয়। রামবানের রাজগ্রাহ গ্রামে একটি স্কুলে ক্লাউডবার্স্টের ফলে প্রবল বন্যা ও ভূমিধস দেখা দিলে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, একজন এখনও নিখোঁজ। রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১৬০ জনের বেশি মানুষ এই বর্ষা মরসুমে প্রাণ হারিয়েছেন, যাঁদের অনেকেই ছিলেন তীর্থযাত্রী। দুর্গত এলাকাগুলিতে সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে এবং শিক্ষা দপ্তর ক্লাস ৯ থেকে ১২ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাসের নির্দেশ দিয়েছে, যেখানে সম্ভব।

অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশে ভারী বর্ষণে পরিস্থিতি চরমে পৌঁছেছে। একাধিক জেলায় সড়ক, বিদ্যুৎ, জল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। শিমলা আবহাওয়া কেন্দ্র রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে। আগস্ট মাসে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় ৬৭ শতাংশ বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ। চাম্বা জেলার ভর্মৌর এলাকায় মনিমহেশ যাত্রায় আগত হাজার হাজার তীর্থযাত্রী বর্ষার কারণে আটকে পড়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ উদ্ধার কাজে নিযুক্ত রয়েছে এবং দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ ৯৮১৬৬-৯৮১৬৬ এবং ০১৮৯৯-২২৬৯৫০ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। রাজ্যে চলতি বর্ষায় এখন পর্যন্ত ৩১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। পাশাপাশি, ৯০টিরও বেশি আকস্মিক বন্যার ঘটনা ঘটেছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ, উত্তরকাশী, বাগেশ্বর ও টেহরি জেলার পরিস্থিতিও অত্যন্ত জটিল। এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের কারণে বহু এলাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলি ও বাগেশ্বরে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন। একমাত্র আশার খবর, গ্যাংগোত্রী হাইওয়ের একটি অংশ ২৫ দিন পর আংশিকভাবে খুলে দেওয়া হয়েছে, যা ত্রাণ পৌঁছানো ও উদ্ধার কাজে গতি আনবে। রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে, আজ থেকে শুরু হয়েছে তেলেঙ্গানা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন। অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিতর্কে আসছে কেলেশ্বরম লিফট ইরিগেশন প্রকল্প নিয়ে পিসি ঘোষ কমিশনের রিপোর্ট। রিপোর্টে মেডিগাড্ডা, অন্নারাম এবং সুন্দরিল্লা ব্যারাজগুলিতে গুরুতর গাফিলতির কথা বলা হয়েছে, যার বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও হাইকোর্টে মামলা করেছেন। বিরোধী দল বিআরএস এই প্রকল্প নিয়ে নিজেদের একটি পৃথক পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করার অনুমতি চেয়েছে বিধানসভায়। পাশাপাশি, সার সংকট, কৃষকদের ক্ষতিপূরণ এবং স্থানীয় সংরক্ষণে ৪২ু সংরক্ষণ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একযোগে এতগুলি রাজ্যে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা অনুযায়ী পরবর্তী কয়েকদিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘরের বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ইসরায়েলের বড়সড় বিমান হামলা, হুথি নেতৃত্বে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

সানা/জেরুজালেম, ৩০ আগস্ট : ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় একটি বড়সড় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এই হামলায় হুথিদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, একটি অ্যাপার্টমেন্ট লক্ষ্য করে চালানো এই হামলায় হুথি প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল-রাহাওয়ি এবং তার একাধিক সহযোগী নিহত হয়েছেন।

হামলার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন হুথি গোষ্ঠীর শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তারা। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, এই হামলায় হুথি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোহাম্মদ আল-আতিফি এবং চিফ অব স্টাফ মোহাম্মদ আবদ আল-করিম আল-ঘামারিকে হত্যা করা হয়েছে। ওই সময় তারা একটি উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রিসভা বৈঠকে অংশ নিচ্ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আল-ঘামারি এর আগেও একটি ইসরায়েলি হামলায় আহত হয়েছিলেন। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং সামরিক প্রধান জেনারেল আইয়াল জামির যৌথভাবে এই হামলার অনুমোদন দেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাটজ বলেন, "হুথিরা ইসরায়েলকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর ফলাফল সম্পর্কে সচেতন ছিল।"

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সানার একটি সামরিক স্থাপনায় "হুথি সন্ত্রাসী শাসনের" বিরুদ্ধে নির্ভুল হামলা চালানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, হুথি গোষ্ঠী ইয়েমেনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা, রাজধানী সানা এবং লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তারা নিয়মিতভাবে ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়ছে, সেইসঙ্গে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকেও লক্ষ্য করছে।

হুথিদের এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের জবাবে, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন একটি আন্তর্জাতিক জোট বিগত কয়েক মাস ধরে ইয়েমেনের হুথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসানাসহ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী হোদেইদায় লাগাতার ভারী বোমা হামলা চালিয়ে আসছে।

এই সর্বশেষ বিমান হামলাকে ইসরায়েলের পাল্টা জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা হুথিদের ওপর কৌশলগত চাপ আরও বাড়াবে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। যদিও হুথিদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

দক্ষিণ জয়পুর এলাকায় ১৯ পারিবারের একটি কলোনিকে উচ্ছেদ করলো প্রশাসন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট :নআজ সকাল থেকে দক্ষিণ জয়পুর হাওড়া নদীর পার ১৯ পারিবারের একটি কলোনির উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে প্রশাসনের আধিকারিকরা। স্মার্ট সিটির প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে হাওড়া নদীর বাধ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক কাজও শুরু হয়। তবে এই অস্থায়ী কলোনির জন্য মাঝ পথে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

আগরতলার দক্ষিণ জয়পুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় এক অনন্য দৃশ্য দেখা গেল শনিবার ভোরে। দীর্ঘ ৪০ থেকে ৪৫ বছর ধরে হাওড়া নদীর তীরে সরকারি জমিতে বসবাসকারী ১৯ পরিবার আজ পৌর নিগম, এসডিএম, তহশিলদার ও পুলিশের উপস্থিতিতে সরকারি নোটিশ মেনে হাসিমুখে নিজেরাই ভেঙে দিলেন তাঁদের বসতঘর। সকাল ঠিক ৪টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয় এই উচ্ছেদ অভিযান।

অভিযান চলাকালীন পৌর নিগমের কর্মীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। পরিবার গুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব দেখে প্রশাসনও খুশি হয়।

উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির কয়েকজন জানান, এলাকার বিধায়ক তথা মেয়র তাঁদের পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় কাউন্সিলার নিতু দে গুহ প্রায় প্রতিদিনই খোঁজখবর নিচ্ছেন। তাই জনপ্রতিনিধিদের মানবিক আচরণ ও সহযোগিতার জন্য তাঁরা আশাবাদী যে শিঘরই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে।

একজন বাসিন্দা বলেন, "আমরা জানি এই জমি সরকারি। তাই আইন মেনেই আমরা নিজেরাই ঘর ভেঙে দিলাম। এখন শুধু চাই সরকার আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিক।"

ছোট শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিয়ে পরিবারের লোকজন জেলা শাসকের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে নতুন করে জীবনের পথচলা শুরু করতে পারবেন।

১২ পরিবারের মোট ২৮ জন ভোটার মথায় যোগদান

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রে সভা চলছেই। তিপরা মথা তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা এবং যোগদান সভা জারি রেখে চলেছে। ১২ পরিবারের মোট ২৮ জন ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে তিপরা মথায়যোগ দেন।

আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্রাম পাহাড়ে অনেকটা রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের তিপরা মথা। রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর ব্লকের নারায়ণপুর এডিসি ভিলেজের চৌকিদার পাড়ায় শুক্রবার তিপরা মথার আহ্বানে একটি ঘরোয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ নেতৃত্ব সরজয় ত্রিপুরা। উপস্থিত ছিলেন সাব-জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা, এগ্রি চেয়ারম্যান নকুলজয় ত্রিপুরা, এবং টিটিএএডিসি শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারম্যান হরিশ দেববর্মা।

উক্ত ঘরোয়া সভায় গত টিটিএএডিসি নির্বাচনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এডিসি এলাকায় তিপরা মথা নেতৃত্বাধীন এডিসি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিভিন্ন দিক আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা। আগামী দিনে এডিসি এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম জারি রাখতে সকলকে দলের পাশে থাকার আহ্বান রাখেন বক্তারা। চৌকিদার পাড়ায় অনুষ্ঠিত শুক্রবারের ওই ঘরোয়া সভায় ১২ পরিবারের মোট ২৮ জন ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মথায় দলে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। সাব-জোনাল চেয়ারম্যান হিরণ্ময় ত্রিপুরা জানান আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরো বেশ কয়েকটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : আজ ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে সেবা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাব সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে আজ দুপুর ১২টার সময় লায়ন্স সেবা কেন্দ্রে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর পঙ্কজ পোদ্দার, ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি বিপ্লব কুমার নাথ, সম্পাদক প্রমোদ কানু, প্রাক্তন সভাপতি শুভঙ্কর সেনসহ ধর্মনগর ও গুয়াহাটি থেকে আগত একাধিক লায়ন্স ক্লাবের সদস্য-সদস্যা। লায়ন্স ক্লাব মূলত সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য সুপরিচিত। সেই উদ্দেশ্যকেই সামনে রেখে আজ উদ্বোধন করা হয় ধর্মনগর লায়ন্স ক্লাব সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখান থেকে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। আপাতত পাঁচটি কম্পিউটার বসানো হয়েছে এবং প্রতিদিন চার দফায় ২০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ভবিষ্যতে কম্পিউটারের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, সেবা সদনে বিজয়লক্ষ্মী স্মৃতি উদ্যোগে মহিলাদের জন্য ছয় মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতি ব্যাচে ১০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে আদালতের রায় 'ভুল', শুল্ক প্রত্যাহার 'অর্থনৈতিক দুর্বলতা ডেকে আনবে': ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩০ আগস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার জানিয়েছেন, তার প্রশাসনের আরোপিত সমস্ত শুল্ক কার্যকর থাকবে এবং সেগুলি প্রত্যাহার করা হলে তা দেশটির জন্য 'ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে'। তার এই মন্তব্য এসেছে এমন সময়ে, যখন একটি মার্কিন আদালত বহু শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেছে। যদিও আদালত তাৎক্ষণিকভাবে শুল্কগুলো তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়নি এবং ট্রাম্পকে সুপ্রিম কোর্টে লড়াইয়ের সুযোগ দিয়েছে। ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, 'সব শুল্ক এখনো কার্যকর রয়েছে! আজ একটি অতিমাত্রায় পক্ষপাতদুষ্ট আপিল আদালত ভুলভাবে বলেছে যে আমাদের শুল্ক প্রত্যাহার করা উচিত, কিন্তু তারা জানে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা জিতবে। এই শুল্ক যদি কখনো তুলে নেওয়া হয়, তাহলে তা দেশের জন্য সম্পূর্ণ বিপর্যয় ডেকে আনবে। এটি আমাদের আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেবে এবং আমাদের শক্তিশালী থাকতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমেরিকা বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি ও বিদেশি দেশগুলোর আরোপিত অন্যায় শুল্ক এবং অশুল্ক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা আর সহ্য করবে না, তা তারা মিত্র হোক বা প্রতিপক্ষ। এগুলো আমাদের নির্মাতা, কৃষক এবং অন্যান্য সকলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আদালতের এই সিদ্ধান্ত যদি বহাল থাকে, তাহলে তা আমেরিকাকে ধ্বংস করে দেবে।' ট্রাম্পের মতে, শুল্ক হলো 'মেড ইন আমেরিকা' পণ্যের উৎপাদকদের সহায়তা এবং মার্কিন শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, তার শুল্কনীতি আমেরিকার অর্থনীতি ও শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য অপরিহার্য।

জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড ও অন্যান্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির মানোন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : ২৭ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত, আগরতলাস্থিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড ও অন্যান্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির মানোন্নয়নের উপর ৬ষ্ঠ রাজ্যস্তরীয় ইন্টারনেল এসেসর সহ স্ট্যান্ডার্ড বেইসড পিয়ার প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড ও অন্যান্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির মানোন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই কর্মশালায় জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড এর আওতায় থাকা হাসপাতাল-ভিত্তিক পরিষেবা ও বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির মানদণ্ডগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতীয় গুণগত মান নিশ্চয়তা মানদণ্ড ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত একটি মানদণ্ড যা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার মান যাচাই ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রশিক্ষণটি ছিল অত্যন্ত কার্যকরী, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশংসাযোগ্য ছিল। এই তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ধলাই, গোমতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, অমরপুর এবং বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডিসট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার সহ বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অফিসার এবং নার্সিং অফিসারেরা। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় ছিলেন রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার ফর নর্থ ইস্টার্ন স্তেতস, গৌহাটি থেকে আগত রিসোর্স পার্সন ডাঃ অজয় আরিয়া এবং ডাঃ মুন্নি দাস। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজ্যস্তরের তিনজন বিশেষজ্ঞ: ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, ডাঃ ইশিতা গুহ, ডাঃ অর্জুন সাহা প্রমুখ। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে এক ঘণ্টার পোস্ট ট্রেনিং ইভালুয়েশন (পরবর্তী মূল্যায়ন) অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর গুণগত মানোন্নয়ন এবং হাসপাতালভিত্তিক পরিষেবায় আরও স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা আনার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

কৃষ্ণনগর এইচএস স্কুলে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

বিলোনিয়া,৩০ আগস্ট: বিলোনীয়া মহকুমা ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কৃষ্ণনগর এইচএস স্কুলে এক আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার,আইনজীবী দুলাল ভৌমিক, লিটন মল্লিকের উপসিতি তে। শিবিরে প্যারা লিগেল ভলেন্টিয়ারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মানিক দাস,সুভঙ্কর বৈদ্য। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিলোনিয়া মহকুমাধীন পৃথক পৃথক স্থানে আইনি সচেতনতামুলক শিবির অনুষ্ঠিত হয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে।

বিলোনিয়া মহকুমার পশ্চিম পিপারীয়াখলা, দক্ষিণ সোনাইছড়ি,পূর্ব পিপরীয়াখলা। এছাড়া উত্তর সোনাইছড়ি, দক্ষিণ সোনাইছড়ি,উত্তর ভারত চন্দ্র নগর,ঈশানচন্দ্র নগর, গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাতে একদিনের আইনি সচেতনতামুলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত শিবির পরিচালনা করেন আইনজীবী অনুজ তিলক,দিব্যেন্দু সেন,তাপস ঘোষ,লিটন মল্লিক, দিব্যেন্দু নাথ,অভিশুভ্র পাল দুলাল ভৌমিক , তুষি আচার্য। এছাড়া প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দীপক দেবনাথ, সুস্মিতা বৈদ্য,সম্পা সরকার দাস চৌধুরী, , শুভঙ্কর বৈদ্য।

ধর্মনগরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রেড রিবন মেগা কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রেড রিবন মেগা কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত।

আজ উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এক উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ডিস্ট্রিক্ট লেভেল রেড রিবন কুইজ কম্পিটিশন। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। সহযোগিতায় ছিল উত্তর জেলার শিক্ষা দপ্তর।সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিশাল অডিটোরিয়াম ভর্তি হয়ে যায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে। এই প্রতিযোগিতায় উত্তর জেলার প্রায় ৫০টি দলসহ ৩০০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে।

জেলা পর্যায় থেকে বিজয়ী দলকে বেছে নিয়ে পাঠানো হবে রাজ্যস্তরে। এরপর রাজ্যস্তরে প্রথম স্থানাধিকারীকে জাতীয় পর্যায়ে সিকিমে অনুষ্ঠিতব্য কুইজ প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সহকারী পরিচালক ড. শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ, কর্মকর্তা শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথি।

পাঁচ বাংলাদেশী এবং এক ভারতীয় যুবক আটক

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : পাঁচ বাংলাদেশী এবং এক ভারতীয় যুবক আটক যাত্রাপুর থানা এলাকায়। সিপাহিজলা জেলার ভবানীপুর এলাকায় বড় সাফল্য পেলো ৬৯ নং বি.এস.এফ ব্যাটালিয়ন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় বিএসএফ সদস্যরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা পাঁচ বাংলাদেশী যুবক এবং তাদের সহযোগী এক ভারতীয় যুবককে আটক করে যাত্রাপুর থানার হাতে তুলে দেয়।তদন্তে জানা গেছে, মাত্র ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে দালাল চক্রের সহায়তায় ওই পাঁচ বাংলাদেশী যুবককে মাত্র ২ দিনের মধ্যে আধার কার্ড করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরিশেষে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জাল আধারকার্ড।

বি.এস.এফের হাতে আটক হওয়ার পর আটককৃতদের নাম জানা যায়, বাপ্পি কুমার দে (৩১) বাড়ি ভবানীপুর। আব্দুল মতিন (২৬), বাড়ি চট্টগ্রাম।আব্দুল ছত্তার (১৮), নরুল আলম (৩০), মঃ হাসান (২০), ।মহম্মদ আরমান হোসেন (১৯), পিতা নিজামউদ্দীন। এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি একই জায়গায়।

স্থানীয়দের প্রশ্নকড়া পাহারার মধ্যেও কীভাবে দিনের বেলায় তারকাঁটা পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে। , আর কিভাবে দালাল চক্র ভারতের ভেতরে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে?এই ঘটনার পর সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। এই ভাবে যদি কেন্দ্রীয় কড়া নিরাপত্তা থাকার পরেও অবৈধ বাংলাদেশীদের অবাত বিচরন হয় তবে দেশের নিরাপত্তা কতটুকু।

পুলিশের যৌথ অভিযানে বিলিতি মদ উদ্ধার

আগরতলা,৩০ আগস্ট : পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলিতি মদ উদ্ধার করেছে। অটো করে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় এই বিলিতি মদগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ এবং ১০৪ নম্বরের বিএসএফ এর যৌথ উদ্যোগে টিআর০৬৩৬৬১ নাম্বারের অটো গাড়ি আটক করে। যার মধ্যে ছয় কাটুন বিলিতি মদ আটক করা হয়। গোটা বিষয়টি নিয়ে খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে এই সফলতা আসে। যদিও ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান গাড়ির চালক সহ সঙ্গে থাকা আরেকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আজ বিএসএফের পক্ষ থেকে এই বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া বিলাতি মত এবং অটো গাড়িটি থানাতে নিয়ে আসে। ওসি জানিয়েছেন আগামীদিনও বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযান জারি থাকবে।

ক্রীড়াঙ্গন

১ম ডিভিশন ফুটবলে ফরোয়ার্ডের জয় রুখে কল্যাণ সমিতির সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমে এগিয়ে, পরে পিছিয়ে, শেষে ড্র। মোটকথা, ফরওয়ার্ডকে রুখে দিয়ে কল্যাণ সমিতি বুদ্ধিদীপ্ত খেলা খেলে ড্র ম্যাচ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে আরও একটা ড্র ম্যাচ। এ নিয়ে ন-টি ড্র ম্যাচের গ্যারাকলে এবারকার এ ডিভিশন ঘরোয়া ফুটবল। আরও কি, পাঁচটি ড্র ম্যাচের কবলেই পড়তে হয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। পয়েন্টের ভাগাভাগির কারণে ফরওয়ার্ড ক্লাব কে এবারের মতো সুপার ফোরে খেলা অধরা রেখেই টুর্নামেন্ট শেষ করার দিকে এগুতে হচ্ছে। লীগের শেষ ম্যাচে ফরওয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘের বিরুদ্ধে খেলবে। তবে ম্যাচটি নিছক নিয়ম রক্ষার ম্যাচ হবে। কেননা জয় পরাজয় যাই হোক না কেন, সুপার ফোরে খেলার বিষয়ে তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না। কেননা ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবলের ১০ দলীয় আসরের ৪৫টি ম্যাচের মধ্যে অবশিষ্ট তিনটি ম্যাচ আগেই সুপার ফোরে যে চার দল খেলবে, তা একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে। ক্রম পর্যায়ে অর্থাৎ মেরিট লিস্ট বাকি রয়েছে। টি এফ এ আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের ৪২ তম ম্যাচে আজ, কল্যাণ সমিতি বনাম ফরওয়ার্ড ক্লাবের মধ্যে খেলাটি দুই-দুই গোলে ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। কল্যাণ সমিতির রোহিত সিং খেলার ১২ মিনিটে একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দিলে, পরবর্তী মিনিটেই ফরওয়ার্ড ক্লাবের ক্লিনটন তা শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত দুই দলের পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। খেলার ৭৫ মিনিটের মাথায় ফরোয়ার্ডের সেনথামিস একটি গোল করে এবার ক্লাবকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলে ৮ মিনিট বাদে কল্যাণ সমিতির স্টেপাস গোলটি শোধ করে পুনরায় খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী ৭ মিনিটের খেলা প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ হলেও গোলের সন্ধানে কেউ সাফল্য পায়নি। উল্লেখ্য, খেলার দুই অর্ধে রেফারি আদিত্য দেববর্মা দুই দলের তিন জনকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। দিনের খেলা: টাউন ক্লাব বনাম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট
এগিয়ে চল:	০৮-০৭-০০-০১-২২-০৪-২২
নাইন বুলেটস:	০৮-০৬-০১-০১-১৯-০৯-১৯
ব্লাড মাউথ:	০৯-০৫-০২-০২-১৮-১১-১৭
কল্যাণ সমিতি:	০৯-০৫-০২-০২-১৮-১১-১৫
রামকৃষ্ণ:	০৯-০৪-০৫-০০-১৯-২২-১২
ফরোয়ার্ড:	০৮-০২-০১-০৫-১৮-১১-১১
লালবাহাদুর:	০৯-০২-০৪-০৩-১২-২০-০৯
জুয়েলস:	০৮-০২-০৪-০২-১৭-১৯-০৮
টাউন ক্লাব:	০৮-০০-০৬-০২-০৫-১৭-০২
ফ্রেন্ডস ইউ:	০৮-০০-০৮-০০-১২-৩৭-০০

রাজ্যদল প্রস্তুত গঙ্গাবক্ষে দূরপাল্লার সাঁতার আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল, রবিবার। দেশ-বিদেশের অংশগ্রহণকারী সাঁতারুরা যেমন প্রস্তুত, তেমনি ত্রিপুরার পাঁচজন সাঁতারুরাও প্রচন্ড আশাবাদী। মোটকথা, ত্রিপুরার দূরপাল্লার সাঁতারুরা এখন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। আগামীকাল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গঙ্গাবক্ষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্বের দীর্ঘতম ৭৯তম দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা। সেখানে ৮১ কিলোমিটার এবং ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের দুটি দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরার দূরপাল্লার সাতারুরা সেখানে ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতায় দেশ-বিদেশের প্রচুর সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করবেন। চার পাঁচ দিন ধরেই রাজ্য দলের সাঁতারুরা সেখানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং অনুশীলন করছেন। রাজ্য দল বিশেষ করে ছেলেদের বিভাগের সানমুন ত্রিপুরা, জাহির হোসেন ও রিয়াজ ত্রিপুরা; মেয়েদের বিভাগে বিউটি সূত্রধর ও রিয়া দেবনাথ যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে নিজেদের প্রস্তুত করে চলেছেন। উল্লেখ্য, গত বছর ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার নয়ন দে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। এবারও রাজ্য দলের সাঁতারুরা আশাপ্রদ সাফল্য পাবে বলে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের সঙ্গে পাঁচ জন অফিসিয়ালও সেখানে রয়েছেন।

৪৩ জন সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে ফিটনেস ক্যাম্প আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হচ্ছে আগামীকাল, রবিবার থেকে। জাতীয় স্তরের সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এবারও এক ফিটনেস শিবিরের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আগামীকাল থেকে শুরু হবে এই শিবির। তাতে ডাক পেলেন ৪৩ জন ক্রিকেটার। মনোনীত ক্রিকেটারদের আগামীকাল দুপুর একটায় আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন শ্রীদাম পাল, বিক্রম কুমার দাস, আনন্দ ভৌমিক, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, সেন্টু সরকার, মনি শংকর মুরাসিং, তেজস্বী যশুয়াল, শঙ্কর পাল, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ, রজত দে, রিয়াজ উদ্দিন, বিশাল ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, পল্লব দাস, অমিত আলী, সন্দীপ সরকার, বাবুল দে, সম্রাট সূত্রধর, উদয়ন বোস, অভিজিৎ দেববর্মা, কৌশল আচার্য্য, নিরুপম সেন, অর্কপ্রভা সিনহা, অভিজিৎ সরকার, তন্ময় ঘোষ, রানা দত্ত, জয়দীপ বণিক, পারভেজ সুলতান, অজয় সরকার, চিরঞ্জিত পাল, অর্জুন দেবনাথ, শাহরুখ হোসেন, সৌরভ দাস, ভিকি সাহা, চন্দন রায়, বিজয় রায়, দেবপ্রসাদ সিনহা,অপূর্ব বিশ্বাস, সঞ্জয় মজুমদার এবং অতিথি প্লেয়ার হিসেবে থাকছেন হানুম্মা বিহারী বিজয় শঙ্কর ও স্বপ্নীল সিং। দলে প্রশিক্ষক ও ফিজিও হিসেবে রয়েছেন যথাক্রমে অজিতাভ নাথ ও রাজেশ কুমার মোদক। ক্রিকেটারদের যথাসময়ে স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

দেবজ্যোতির বোলিং, উদিয়ানের ব্যাটিং ধর্মনগরকে হারিয়ে সোনামুরা এলিটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোনামুড়া চ্যাম্পিয়ন। আগামী বছর এলিট গ্রুপে খেলার ছাড়পত্রও পেয়ে গেল সোনামুড়া মহকুমা দল। প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে ধর্মনগর কে ৮২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সোনামুরা দুর্দান্ত জয় পেয়েছে।

এই জয়ের সুবাদে টিসিএ আয়োজিত প্লেট গ্রুপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করেছে। বিজিত ধর্মনগর কে কমলপুরের মাঠেই এবারকার মতো রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সকাল ৯ টায় কমলপুরে কে সি গার্লস স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস জিতে সোনামুড়া মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে সোনামুড়া ১৮৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে উদিয়ান বোস দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে অর্ধশতক পায়। উদিয়ান ৪৯টি বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার ৫১ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, রায়হান আহমেদ আরমান ২৫ বলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩৮ রান পায়। ধর্মনগরের বোলার স্বরাভ সাহানি ১৬ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগরের খেলোয়াড়রা ২৭.৪ ওভার খেলে ১০৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিং ব্যর্থতার রেশ কাটিয়ে স্বরাভ সহানি সর্বাধিক ২৪ রান পেয়েছিল। সোনামুরার বোলার দেবজ্যোতি পাল দুর্দান্ত বল করে ১৮ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। অমরেশ দাস পেয়েছে তিনটি উইকেট ১৩ রানের বিনিময়ে।

জাতীয় অনূর্ধ-২৩ ক্রিকেটের জন্য রাজ্য দল গঠনের শিবির আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের প্রস্তুতি শুরু হতে যাচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাইকৃত ক্রিকেটারদের নিয়ে ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। জাতীয় স্তরের অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে এবারও এই ফিটনেস শিবিরের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। আগামীকাল বেলা একটায় আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হলেন দ্বীপজয় দেব, নবারুণ চক্রবর্তী, প্রীতম দাস, দুর্লভ রায়, অরিন্দম বর্মন, তন্ময় দাস, সপ্তজিৎ দাস, আরমান হোসেন, রাহুল সূত্রধর, প্রিয়াংশ মিত্র, তন্ময় মন্ডল, অনিক পাল, দীপ্তনু চক্রবর্তী, স্বরাব সাহানি, অর্কজিৎ রায়, সৌরভ দাস, পৌরুষ মিশ্র, রোহন বিশ্বাস, অর্কজিৎ দাস, সাহিল সুলতান, মিজানুর রহমান পোদ্দার, অর্ধ্যুতি দেব, সৌরভ কর, প্রনবিন্দু সাহা, দীপেন বিশ্বাস, পামীর দেবনাথ, রাজদীপ দত্ত, দেবরাজ দে ও সৌরভ সাহা। দলে প্রশিক্ষক ও ফিজিও হিসেবে রয়েছেন যথাক্রমে অজিতাভ নাথ ও রাজেশ কুমার মোদক।

হলি ক্রস স্কুল, আগরতলা ২০২৫ সালের জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন

৩০শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, হলি ক্রস স্কুল, আগরতলা ভারতের 'হকি জাদুকর' মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করেছে। তাঁর শৃঙ্খলা, নম্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকার প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

এই বছরের থিম, 'এক ঘন্টা, খেল কে ময়দান মাঁ', সকলকে প্রতিদিন এক ঘন্টা শারীরিক কার্যকলাপে উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, যা ফিটনেস, স্থিতিস্থাপকতা এবং ঐক্যকে উৎসাহিত করে।দিনটি শুরু হয়েছিল একটি গম্ভীর সমাবেশের মাধ্যমে, তারপরে পিই অনুষদ এবং ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ফিট ইন্ডিয়া অঙ্গীকার এবং জাতীয় সঙ্গীত গর্ব এবং উদ্দেশ্যের সুর তৈরি করে।প্রিন্সিপাল ফাদার জিলসন টম সিএসসি সকাল ৯:০০ টায় আন্তঃ-হাউস ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন, অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দেন যে খেলাধুলা প্রচেষ্টা, আনন্দ এবং ঐক্যের উদযাপন। এগারোটি অনুষদ দল উৎসাহী ছাত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়, যা উৎসাহ এবং সৌহার্দ্যের জন্ম দেয়। এই অনুষ্ঠানটি ছিল মেজর ধ্যান চাঁদের মূল্যবোধের এক প্রাণবন্ত প্রতিফলন। এই উদযাপন যেন খেলার মাধ্যমে করুণা এবং ঐক্যের মাধ্যমে মহত্ত্বকে অনুপ্রাণিত করে।

আবার বিতর্কে দিগ্বেশ ! নীতীশের সঙ্গে বাগ্যুদ্ধ, দফায় দফায় ঝামেলা, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে কী ঘটল

আবার বিতর্কে দিগ্বেশ রাঠি। এ বার দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে ঝামেলায় জড়ালেন নীতীশ রানার সঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ছুটে আসতে হল দু'দলের ক্রিকেটার এবং আম্পায়ারদের। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের এলিমিনেটর ম্যাচে শুক্রবার মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট দিল্লি লায়ন্স এবং সাউথ দিল্লি সুপারস্টার্জ। চড়া মেজাজের ম্যাচে একাধিক বার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রথমে ব্যাট করে সাউথ দিল্লি করে ৫ উইকেটে ২০১ রান। জয়ের জন্য ২০২ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নামে ওয়েস্ট দিল্লি। ২১ রানে ২ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর চার নম্বরে ব্যাট করতে নামেন ওয়েস্ট দিল্লির অধিনায়ক নীতীশ। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দিশেহারা হয়ে পড়েন সাউথ দিল্লির বোলারেরা। নীতীশের মনঃসংযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করেন সাউথ দিল্লির স্পিনার দিগ্বেশ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে বল করতে এসে দিগ্বেশ রান আপ সম্পূর্ণ করেও হাত থেকে বল ছাড়েননি। ব্যাটার নীতীশ কিছু বলেননি। শ্যাডো সুইপ শট খেলেন। দ্বিগেশ পরের বল করতে এলে শেষ মুহূর্তে উইকেট থেকে সরে যান নীতীশ। এ বারও দিগ্বেশ হাত থেকে বল ছাড়েননি। এর পর সাউথ দিল্লির স্পিনারের উদ্দেশে কিছু বলেন নীতীশ। এর পরের বলে দিগ্বেশকে রিভার্স সুইপ করে ছয় মারেন নীতীশ। এর পরই দুই ক্রিকেটারের বাগ্যুদ্ধ শুরু হয়। দু'জনকেই পরস্পরের উদ্দেশে কিছু বলতে দেখা যায়।

আগ্রাসী ভাবে দু'জনে পরস্পরের দিকে তেড়ে যান। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে আন্দাজ করে ছুটে আসেন দু'দলের ক্রিকেটার এবং আম্পায়ারেরা। দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন তাঁরা। তাঁদের ঝামেলার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

শুক্রবারের ম্যাচে প্রথম থেকেই ছিল উত্তেজনা। নীতীশের দলের উইকেট রক্ষক-ব্যাটার কৃষ যাদবও ঝামেলায় জড়ান সাউথ দিল্লির জোরে বোলার আমন ভারতীর সঙ্গে। ওয়েস্ট দিল্লির ইনিংসের ১১তম ওভারের প্রথম বলে ছয় মারার চেষ্টা করেন কৃষ। কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরেন আনমোল শর্মা। কৃষ আউট হতেই তাঁর উদ্দেশে কিছু একটা বলেন আমন। পাল্টা জবাব দেন কৃষও। উত্তপ্ত হঠে পরিস্থিতি। সাউথ দিল্লির ক্রিকেটারেরা প্রায় ঘিরে ধরেন কৃষকে। আম্পায়ারেরা এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। এই ঘটনার ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

এই ম্যাচে ৫৫ বলে ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে জয় এনে দিয়েছেন নীতীশ। ৮টি চার এবং ১৫টি ছয় মেরেছেন তিনি। নীতীশের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ২০২ রান তুলে নেয় ওয়েস্ট দিল্লি। এই ম্যাচে বল হাতে সাফল্য পাননি দিগ্বেশ। ২ ওভার বল করে ৩৯ রান দেন তিনি। তার মধ্যে নীতীশ একাই ১১ বলে ৩৮ রান করেছেন। গত আইপিএলেও লখনউ সুপার জায়ান্টের দিগ্বেশ তাঁর 'নোটবুক' উচ্ছ্বাসের জন্য বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) তাঁকে একাধিক বার জরিমানা করে। একটি ম্যাচের জন্য নিলম্বিত (সাসপেন্ড) হতে হয় ২৫ বছরের স্পিনারকে। তার পরও তিনি নিজের উচ্ছ্বাসের ভঙ্গি পরিবর্তন করেননি। আইপিএলেও অভিষেক শর্মা-সহ একাধিক প্রতি পক্ষ ব্যাটারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন তিনি।

পটুনগরে আজ থেকে সুজিত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পটুনগরে আগামীকাল থেকে সুজিত স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে। পটুনগর মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত সুজিত স্মৃতি পটুনগর মর্নিং ফুটবল লীগ সিজন-৬ আগামীকাল থেকে পটুনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শুরু হবে সকাল সাতটায়। সুপার লিগের জন্য নির্বাচিত ৪ টি দল হলো, ভলকানিও, যার নেতৃত্বে আছেন কৃষ্ণ পোদ্দার। টিম আন-স্টপেবলস-এর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রিপেশ দাস গুপ্ত। টিম ফাইটার্সের নেতৃত্বে আছেন সঞ্জিত সিনহা এবং চতুর্থ দল ডমিনেটরস খেলবে এমডি আলীর নেতৃত্বে। টুর্নামেন্ট হচ্ছে লীগ পদ্ধতিতে। প্রথম চারটি ম্যাচ আগামীকাল শেষ হবে। লীগের শেষ দু-টি ম্যাচ হবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর সকালে, এবং ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ওইদিন বিকেলে। উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে জনপ্রতিনিধি গ্রাম প্রধান এবং স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য প্রমুখ উপস্থিতি থাকবেন। পটুনগর মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত সমস্ত ম্যাচ মাঠে এসে উপভোগ করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনির্বাণ দেবনাথ সমস্ত ক্রীড়া প্রেমীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পাঁচ ক্রিকেটারকে দেশে রেখেই এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছে ভারত! কেন এই সিদ্ধান্ত ক্রিকেট বোর্ডের

৯ সেপ্টেম্বর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে শুরু এশিয়া কাপ। ভারত আয়োজক দেশ হলেও খেলা হবে আমিরশাহিতে। এশিয়া কাপ খেলতে ৪ সেপ্টেম্বর দুবাই যাবে ভারতীয় দল। পাঁচ ক্রিকেটারকে দেশে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা?

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পাঁচ স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটারকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। এশিয়া কাপের জন্য ১৫ জনের ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ড বাই হিসাবে রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

এই সিদ্ধান্তের নেপথ্য কারণ সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন বোর্ডের এক আধিকারিক। তিনি বলেন, "স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটারেরা দলের সঙ্গে দুবাই যাচ্ছে না। ভারতের ১৫ জনের দলে বিকল্প ক্রিকেটার রাখা হয়েছে। তাই এখনই স্ট্যান্ড বাই ক্রিকেটারদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।"

ওই আধিকারিকের কথা থেকে স্পষ্ট, ভারতের ১৫ জনের দলে প্রতিটি বিভাগের জন্য বিকল্প ক্রিকেটার রয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাটার, অলরাউন্ডার, উইকেটরক্ষক, স্পিনার, পেসার প্রতিটি বিভাগে অতিরিক্ত ক্রিকেটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে স্ট্যান্ড বাইদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার অর্থ নেই। যদি ১৫ জনের দলে বিকল্প না থাকে, তখনই স্ট্যান্ড বাইয়ে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে যাওয়া হবে। বোর্ড আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ বার আর পুরো দল একসঙ্গে দুবাই যাবে না। ক্রিকেটারেরা নিজের নিজের শহর থেকে বিমান ধরবেন। সকলকে এক জায়গায় একত্রিত করে তার পর দুবাই পাঠাতে হলে দু'বার করে খরচ দিতে হবে। যে হেতু দুবাইয়ের দূরত্ব কম, সে হেতু বাড়তি খরচ কমাতে চাইছে বোর্ড। সেই জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এশিয়া কাপে ভারতীয় দল অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শুভমন গিল, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রিঙ্কু সিংহ, হার্দিক পাণ্ড্য, শিবম দুবে, জিতেশ শর্মা, অক্ষর পটেল, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিংহ ও হর্ষিত রানা।

জয় দিয়ে শুরু খালিদের, নেশনস কাপে তাজিকিস্তানকে হারাল ভারত, পেনাল্টি বাঁচিয়ে নায়ক গুরপ্রীত

ভারতীয় ফুটবলে নতুন হাওয়া নিয়ে এলেন খালিদ জামিল। তাঁর হাতে যেন বদলে গিয়েছে ভারতীয় দল। তারকার বদলে কার্যকরী ফুটবলারকে গুরুত্ব দিয়েছেন খালিদ। মোহনবাগানের কোনও ফুটবলারকে পাননি তিনি। তার পরেও অজুহাত দেননি। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দল বানিয়েছেন। আর সেই দলই সাফল্য দিল তাঁকে। কাফা নেশনস লিগের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী তাজিকিস্তানকে ২-১ গোলে হারাল ভারত। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম তাজিকিস্তানকে হারাল ভারত। গোল করলেন দুই ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও সন্দেশ জিঙ্ঘন। তবে পেনাল্টি বাঁচিয়ে এই জয়ের নায়ক ভারতের অধিনায়ক গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু।

৪-৪-১-১ ছকে খেলা শুরু করেছিলেন ভারতের নতুন কোচ খালিদ। বিক্রম প্রতাপ সিংহ ও ইরফান ইয়াদওয়াদকে সামনে রেখে দল নামিয়েছিলেন তিনি। খেলার শুরু থেকে আক্রমণের ঝাঁজ বেশি ছিল ভারতের। ৫ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় ভারত। উর্বেইসের লম্বা থ্রোয়ে প্রথমে হেড করেন সন্দেশ। সেই বল বার করলেও ফিরতে বলে আনোয়ারের হেড বার করতে পারেনি তাজিকিস্তানের রক্ষণ। ১-০ এগোয় ভারত।

চার মিনিট পরে ব্যবধান বাড়ায় ভারত। এ বার অ্যাসিস্ট করেন আনোয়ার। তাঁর কর্নারে হেড করেন রাহুল ভেকে। সেই শট হাসানভ বাঁচালেও ফিরতে বলে গোল করেন সন্দেশ। অর্থাৎ, ভারতের দু'টি গোলের পিছনে রয়েছেন দলের তিন ডিফেন্ডার। জোড়া গোল খাওয়ার ধাক্কা সামলে ধীরে ধীরে খেলায় ফেরে তাজিকিস্তান। ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের (১৩৩) থেকে এগিয়ে তাজিকিস্তান (১০৬)। তারা আক্রমণ শুরু করলে ভারত কিছুটা চাপে পড়ে যায়। ২৩ মিনিটের মাথায় এক গোল শোধ করেন সামিয়েভ। অনেক চেষ্টা করেও সন্দেশ ও গুরপ্রীত বল বাঁচাতে পারেননি। যদিও প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। ২-১ এগিয়ে বিরতিতে যায় ভারত।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তাজিকিস্তান। ফলে গুরপ্রীতকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। পর পর কয়েকটি সেভ করেন তিনি। বাধ্য হয়ে একসঙ্গে তিনটি পরিবর্তন করেন খালিদ। মাঝমাঠে লোক বাড়ান তিনি। মাঝমাঠের দখল নিজেদের কাছে রাখার চেষ্টা করতে থাকে ভারত।৭০ মিনিটের মাথায় বক্সে সইরভকে ফাউল করেন বিক্রম। পেনাল্টি পায় তাজিকিস্তান। ঠিক তখনই গোলের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান গুরপ্রীত। সইরভের শট বাঁচিয়ে দেন তিনি। ভারতীয় বেঞ্চে উল্লাস শুরু হলেও খালিদ জানতেন তখনও খেলা বাকি। তাই বেঞ্চ থেকেই সকলকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন ভারতের কোচ।

বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করে তাজিকিস্তান।

ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা নিতে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এই সকল সুযোগ সুবিধা নিতে হবে খেলোয়াড়দের। সেই সঙ্গে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলার সঙ্গে আরো যুক্ত হতে হবে ছেলে-মেয়েদের। আজ আগরতলার বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস - ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন ২৯ আগস্টকে আমরা জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে উদযাপন করি। একজন হকি প্লেয়ার হিসেবে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন তিনি। ক্রীড়া ক্ষেত্রে ধ্যানচাঁদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে ভারত সরকার জাতীয় ক্রীড়া দিবস তাঁর জন্মদিনে করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই লক্ষ্যে রাজ্যেও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করা হচ্ছে। চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ কোন জায়গায় পৌঁছতে পারে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেজর ধ্যানচাঁদ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় মেধার কোন অভাব নেই। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ইভেন্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাম করছে। জিমন্যাস্টিক্স, অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং সহ ক্রীড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ফল করছে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা। তাই আমরা চাই তারা যাতে আরো ভালো খেলে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নে সরকার পরিকাঠামো করে দিচ্ছে।

এর সুযোগ নিতে হবে তাদের। বিশেষ করে গুরুত্বের সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে হবে। যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবে সে তত ভালো ফল করবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে একজন ভালো ও সফল ক্রীড়াবিদ হওয়া যাবে।

তিনি আরো বলেন, আগে ক্রীড়াবিদদের তেমন একটা সম্মান দেওয়া হতো না। কিন্তু ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর খেলোয়াড়দের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে যেমন - মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প ও মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, খেলাধুলার মধ্যেও নিজেদের প্রতিভাকে তুলে ধরতে হবে ছেলেমেয়েদের। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকা কোচদেরও নিজেদের আপডেট রাখতে হবে। কোচিংয়ের নতুনত্ব সম্পর্কে নিয়মিত শিক্ষা দিতে হবে। কোন খেলোয়াড় ভালো ফলাফল করলে তা কোচদের জন্যও সম্মানজনক।

ডাঃ সাহা বলেন, সবচেয়ে বড় বিষয় হলো প্লেয়ারদের শৃঙ্খলা বোধ থাকতে হবে। প্রলোভনে পড়ে বিপরীতমুখী যাওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চলতে হবে। মানসিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি খেলায় মনসংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে খেলোয়াড়দের।

আর তাদের চাকরি ক্ষেত্রে মাঠের কৃতিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। মাঠে খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের উপর ভিত্তি করে তাদের চাকরি প্রদানের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল ডার্লং, পদ্মশ্রী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মনুবাজারে ব্যাঙ্কে নেট পরিষেবা বন্ধ, ভোগান্তির শিকার গ্রাহকরা

সাব্রুম, ৩০ আগস্ট : সাতচাঁদ ব্লকের মনুবাজারে অবস্থিত স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় টানা কয়েকদিন ধরে নেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকরা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিষেবা মূলত বিএসএনএল নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল হলেও গত কয়েকদিন ধরে ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকায় সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

কলাছড়া, ফুলছড়ি, শ্রীনগরসহ দূর-দূরান্ত থেকে বহু প্রবীণ নাগরিক ভাতা ও প্রয়োজনীয় কাজ সারতে এসে হতাশ হয়ে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। শাখার পাশাপাশি মনুবাজারের এসবিআই এটিএমও অফলাইনে থাকায় নগদ লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সমস্যার সমাধানে বিএসএনএল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দ্রুত সমস্যার সমাধান চেয়ে গ্রাহকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ধর্মনগরে প্রশাসনের অভিযান, বাজেয়াপ্ত সামগ্রী ধ্বংস

ধর্মনগর, ৩০ আগস্ট : ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি পরিচালিত দুইদিনব্যাপী বিশেষ অভিযানের ফলস্বরূপ বিপুল পরিমাণে অযোগ্য ও নষ্ট সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পর আজ সেগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ধ্বংস করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট টানা দুইদিন ধরে হাফলঙ বাজার, পদ্মপুর, রাজবাড়ি সহ ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে আকস্মিক অভিযান চালানো হয়। এসময় প্রশাসনের কর্মকর্তারা মোদি দোকান, রেস্টুরেন্ট ও ছোট হোটেলগুলিতে হঠাৎ করেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। অভিযানের সময় বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে শৃঙ্খলার অভাব, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য মজুদ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুতের মতো একাধিক গুরুতর সমস্যা নজরে আসে। এর পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে অযোগ্য ও নষ্ট সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

শনিবার সকালে মহকুমাশাসকের দপ্তরের সংলগ্ন এলাকায় এই বাজেয়াপ্ত সামগ্রীগুলো প্রকাশ্যে ধ্বংস করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ধর্মনগরের মহকুমাশাসক সজল দেবনাথের উপস্থিতিতে। এসময় প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্পষ্ট বার্তা দেনসাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এ অভিযান কেবলমাত্র এককালীন নয়; ভবিষ্যতেও এ ধরনের নজরদারি অব্যাহত থাকবে। যাতে বাজারে অযোগ্য, নষ্ট কিংবা স্বাস্থ্যহানিকর পণ্য কোনোভাবেই বিক্রি না হয় এবং সাধারণ মানুষ নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন।

রাতে দুই পরিবারের রাবার গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা, ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ২৫০ গাছ

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: রাতের অন্ধকারে এক অদ্ভুত ঘটনার শিকার হলেন দুই পরিবার। গতকাল রাতে দুবৃত্তরা এক অস্বাভাবিকভাবে দুই পরিবারের রাবার গাছ কেটে দিয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মোহনভোগ ব্লকের আনন্দপুর গ্রামে, ১ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ উঠেছে, প্রায় ২৫০টি রাবার গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে

সংবিধান স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষা বাংলা ভাষাকে অপমানেট প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল আমরা বাঙালির

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : সংবিধান স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষা বাংলা ভাষাকে অপমানেট প্রতিবাদে এবং বাঙালীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবীতে আজ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভার আয়োজন করেছে আমরা বাঙালি।

এদিন আমারা বাঙালী দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, রাজ্য কার্যালয়ের সামনে থেকে ভারতের ভূমিপুত্র স্বাধীনতার রূপকার বাঙালীকে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী রোহিঙ্গা অপবাদ দিয়ে শারীরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও সংবিধান স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষা বাংলা ভাষাকে অপমান এর প্রতিবাদে এবং বাঙালীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার দাবীতে আজকের বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা শহরে।

বাঙালী দলের নেতৃত্বরা বলেন যে পরাধীন ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য বাংলা থেকেই প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় এবং কালক্রমে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।আর তখন থেকেই অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করে যদিও বাংলার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়।

সচতুর ইংরেজ বঙ্গভঙ্গ রদ করলেও ১৯১২ সালের দিকে বাংলার ধানবাদ সিংভূম মানভূম জেলা বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেয়। আবার বালেশ্বর ময়ূরভন ইত্যাদি এলাকা উড়িষ্যার সাথে জুড়ে দেয়। এরপর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে স্থানান্তরিত করেন কলকাতা থেকে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইংরেজদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নেতাজী যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে মণিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল তখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব, কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও আর এস এস সহ হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বরা যদি সেদিন নেতাজী কে পূর্ণ সহযোগিতা করতো তাহলে কি দেশভাগ হতো। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস কমিউনিস্ট মুসলিম লীগ হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস সহ প্রতিটি দলের নেতৃত্বরা পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছে।

নেতাজীতো চেয়েছিলেন ইংরেজদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করে এক স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করতে।এটা কি নেতাজীর অপরাধ ছিল। নেতাজীর কাছে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান জৈন পার্শী শিখ পাঠান গোর্খা সব ছিল সমান।সব ধর্মের মানুষ তাকে মনে প্রাণে ভালবাসত। অথচ নেতাজীকে সমর্থন করলে আফগানিস্তান পাকিস্তান বালুচিস্তান সম্পূর্ণ কাশ্মীর সিয়াচেন বর্তমান বাংলাদেশ সহ পুরোটা নিয়ে হতো অখন্ড ভারতবর্ষ।যে স্বাধীনতার জন্য এই দেশের বিপ্লবীরা নিজেদের মূল্যবান জীবন আমাদের ভবিষ্যতের জন্য দিয়েছিলেন। অথচ যারা আজ অখন্ড পূজন দিবস পালন করে আমাদের ব্রেইনকে ওয়াশ করছে আমরা কেন মুসলিমের তাড়া খেয়ে চলে আসলাম। অথচ তারাই প্রথম ১৯২৫ সালে নাগপুরে আর এস এসের সৃষ্টি করে হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান বানানোর স্বপ্নে কাজ শুরু করে।

এর বারো বছর পর মুসলিমরাও অনুভব করে তাদের জন্য ও হিন্দুস্থান এর বিপরীতে পাকিস্তান দাবি করে।আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ইংরেজরা বুঝতে পারছে নেতাজী ভারতের সৈন্যদের মধ্যে যে মনোবল চাঙ্গা করে গেছেন ভারতীয়দের প্রতি।আর তখন ইংরেজরা ভারত ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।আর নেতাজীর অবর্তমানে প্রতিটি ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করতে গিয়ে বাঙালী জাতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে টুকরো টুকরো করে দেয়।আর দেশভাগের বলি বাঙালী জাতিকে প্রতিটি দল ক্ষমতায় বসে কাঁটা ঘায়ে নুন লাগানোর জন্য বাম আমলে আশি সালে উপজাতিদের ক্ষেপিয়ে হাজার হাজার বাঙালীকে খুন করে।আর এর পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বার বার আক্রান্ত হয়ে আসছে লাল সাদা গেরুয়া সব আমলেই।

এদিন তিনি আরও বলেন, আর যারা বাঙালী কে খুন ধর্ষণ বাড়ি ঘর থেকে উচ্ছেদ করছে তাদের কে লাল সাদা গেরুয়া সব দলের নেতারা ভোটের স্বার্থে জামাই আদর করে চাকরি দিচ্ছে। রাজনৈতিক পদ দিচ্ছে। শুধু তাই নয় হাজার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে।আর এই জামাই আদর পেয়ে তারা বাঙালীদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। রোজ শ্লোগান দিয়ে চলছে গো ব্যাক বাংলাদেশী।আর এই ব্যাপারে শাসক দল থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একেবারে নিশ্চুপ। স্বাধীনতার পর থেকেই এই অবিচার চলে আসছে।আজ আবার বাঙালী কে নূতন করে নাগরিকত্বের পরিচয় দিতে হবে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাণীরবাজারে বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ রাণীরবাজার গীতাঞ্জলি হলে বিভিন্ন পূজা কমিটির সদস্যদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আলোচনায় পর্যটনমন্ত্রী জানান, সরকারি নিয়মনীতি অনুযায়ী পূজার আয়োজন করতে হবে। সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পূজার পূর্বে রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও পূজা চলাকালীন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর সরকারি আচরণবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আজকের সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণারাণী দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরু দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল কৃষ্ণ কলই, সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী, পশ্চিম ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথী সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বাজার কমিটির সদস্যগণ।

শান্তির বাজার থানার ওসির নামে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : শান্তির বাজার থানার ওসির নামে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে কিছু সংখ্যক দুষ্ট চক্র। শান্তির বাজার থানায় বিভিন্নপ্রকারের অপরাধ দমনে প্রতিনয়ত কাজ করে যাচ্ছে ওসি রাজু দত্ত, মনপাথর ফাড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও শান্তির বাজার থানার এস আই সমীর বিশ্বাস। এই তিনজন অপরাধ দমনের পাশাপাশি লোকজনের নিরাপত্তা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে।

বিগত দিনে শান্তির বাজার থানায় আশুতেষ শর্মা থাকাকালিন প্রতিনিয়ত চুরি থেকে নানান অসমাজিক কাজ সংঘটিত হতো শান্তির বাজারে। যার ফলে দপ্তর আশুতোষ শর্মাকে সরিয়েনিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের দায়িত্বে দিয়েছে। এখন বর্তমানসময়ে রাজু দত্ত, জয়ন্ত দাস ও সমীর বিশ্বাস মিলে শান্তির বাজার থানার অধীনে সমস্ত প্রকারের অসামাজিক কাজগুলো বন্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এই দেখে অসাধু লোকজনেরা রাজু দত্তের নামে অপপ্রচার করার প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে। এই অপপ্রচারের তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে শান্তির বাজার বাসী।

লোকজনের অভিযোগ, রজু দত্তে নামে অপপ্রচার করে অপরাধীদের হাতধরে আশুতেষ শর্মা শান্তির বাজার পুনরায় ফিরে আসতে চাইছে যা শান্তির বাজার বাসী মেনে নেবেনা। প্রতিনয়ত লোকজনের স্বার্থে কাজকরা ওসি রাজু দত্তকে সকলে মনথেকে মেনেনিয়েছে এবং সর্বদা এইভাবে জনগনের স্বার্থে কাজকরার জন্য সকলে বিশেষ আহব্বান জানিয়েছেন।

ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: খেদাছড়া থানার কালাগাঙ্গ এলাকায় জুমের ধান আনতে গিয়ে এক ব্যক্তি ভাল্লুকের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আহত ব্যক্তি রাজীব রিয়াং (৪৫) নামের এক কৃষক, তিনি দুগঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ রাজীব রিয়াং তাঁর জমি থেকে ধান আনতে জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সে সময় তিনি একটি ভাল্লুকের সামনে পড়ে যান। ভাল্লুকটি হঠাৎ করে আক্রমণ করে এবং রাজীব রিয়াংকে কামড়াতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, তবে ভাল্লুকটি বেশ শক্তিশালী হওয়ায় তিনি গুরুতর আহত হন।

কমিউনিটি হেলথ অফিসারের তৎপরতায় জখম শিশুর জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা সহায়তা লাভ

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে নিয়োজিত কমিউনিটি হেলথ অফিসারগণ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কমিউনিটি হেলথ অফিসারগণ এলাকাবাসীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, গর্ভবর্তী মা ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, নবজাত শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশুদের নিয়মিত টিকা প্রদানের পরামর্শ দেওয়া সহ স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট। এমনি একটি গুরুতর আহত শিশুকে সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে জীবন বাঁচিয়েছেন খোয়াই জেলার পূর্ব সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সোনাতলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির-এ কর্মরত কমিউনিটি হেলথ অফিসার অর্পিতা দেবনাথ। গত ২৮ আগস্ট শিশুটি একটি সাইকেল নিয়ে খেলা করার সময় হঠাৎ তার ডান হাতের মধ্যে সাইকেলের চেইন আটকে যায়। শিশুটির হাতে সাইকেলের চেইনটি আটকে থাকা অবস্থায় যখন তার হাতটি চেইন থেকে বার হচ্ছিল না, তখন কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই তার সহপাঠী কয়েকটি শিশু অনেকক্ষণ ধরে টানাটানি করে তার হাতটি বের করে আনে। এতে তার হাতটি কেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং হাতের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তখন শিশুটিকে তার সঙ্গীরা উদ্ধার করে নিকটবর্তী পূর্ব সোনাতলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে কমিউনিটি হেলথ অফিসারের কাছে নিয়ে আসেন। সোনাতলা আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে কর্মরত কমিউনিটি হেলথ অফিসার অর্পিতা দেবনাথ সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির হাত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করেন ও শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পার্শবর্তী চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

কিন্তু শিশুটির পিতা-মাতা বা অভিভাবক কেউ তখন শিশুটির পাশে ছিল না। দুজনেই শ্রমিকের কাজে দূরে থাকায় তাদের বাড়িতে আসতে অনেক দেরি হবে বলে জানান। তখন তিনি এই খবরটি শুনে নিজ উদ্যোগেই শিশুটিকে চেবরী প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ প্রিয়াংকা দেববর্মা-কে শিশুটির হাতটি দেখানোর পর ডাঃ দেববর্মা শিশুটির চিকিৎসা করেন এবং ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। এরপর শিশুটির অভিভাবক হাসপাতালে আসার পর তাকে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়ে তার বাড়িতে পাঠানো হয়। সেই সাথে শিশুটির অভিবাবককে শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসে হাতটিকে ড্রেসিং করিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীর কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা ও সহমর্মিতার জন্যই শিশুটিযথাসময়ে চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করল।

পরবর্তী সময় শিশুটির অভিভাবক উক্ত আয়ুথান আরোগ্য মন্দিরে কমিউনিটি হেলথ অফিসার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রেলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের সাফল্য কিডনিতে সংক্রমণের ফলে মৃতপ্রায় ডায়াবেটিক রোগীনিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট : রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভুত উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে নানা জটিল সমস্যার সমাধান করে রোগীদের সুস্থ করে তুলছেন। সম্প্রতি এমনই এক জটিল সমস্যায় আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করে তুললেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর বিশেষজ্ঞ ইউরোলজিস্ট চিকিৎসকগণ। গত ২০ জুলাই জিবিপি হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে খোয়াই কল্যাণপুরের বৈরাগী পাড়ার ৬০ বছর বয়সি এক মহিলাকে ভর্তি করা হয়। উনার বুকে ব্যথা, তীব্র জ্বর, শারীরিক দুর্বলতা, রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যাওয়া সহ উচ্চ ডায়াবেটিস ইত্যাদি উপসর্গ ছিল। এছাড়াও এই মহিলার বাঁদিকের কিডনিতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডের চিকিৎসকরা তখন দ্রুত মহিলার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। এই পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসকগণ দেখতে পান যে রোগীনির কিডনির মুখে একাধিক গুচ্ছাকারে পাথর জমে রয়েছে। ফলে উনার কিডনিতে ব্লকেজ হয়ে পুঁজ জমে যায়। তখন ফিমেল ওয়ার্ডের চিকিৎসকরা দ্রুত মহিলাকে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট-এ শিফট করেন। ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাৎক্ষণিকভাবে গত ২৩ জুলাই নেফ্রোস্টমি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহিলার কিডনি থেকে দেড় লিটার পুঁজ বের করেন।

এই প্রক্রিয়ার পর রোগিনীকে এন্টিবায়োটিক, এলবুমিন ইনফিউশন, ক্যালসিয়াম ইনজেকশন এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন এর মাধ্যমে স্থিতিশীল করে তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে অ্যানেস্থেসিয়া বিভাগের সহযোগিতায় গত ১৪ আগস্ট অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলার বাঁদিকের কিডনি অপসারণ (নেফ্রেক্টমি) করাহয়। এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর বিশেষজ্ঞ ইউরোলজিস্ট সার্জন ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিৎ লোধ, ডাঃ জীবন দেবনাথ এবং অন্যান্য ওটি স্টাফগণ। এই প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচারে সময় লাগে প্রায় ৪ ঘন্টা। অস্ত্রোপচারের পর ১১ দিন মহিলাকে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, তারপর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলে গত ২৫ আগস্ট তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অধীনে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মহিলার এই অস্ত্রোপচার করা হয়। বহিরাজ্যে বেসরকারিভাবে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হতো, কিন্তু রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে আয়ুষ্মান কার্ডের সহায়তায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ইউরোলজিস্ট চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে এই সফল অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেয়ে রোগীর পরিজনেরা চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রেলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

গতকাল কৃতি সংবর্ধনা ২০২৫ : সূর্যমনি নগর এলাকার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে ল্যাপটপ স্মার্টফোন, ট্যাব তুলে দিলেন অতিথিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগষ্ট।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো সূর্যমনি নগর এলাকার এক অনন্য অনুষ্ঠান 'কৃতি সংবর্ধনা ২০২৫'। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ প্রায় ৭০০ জন ছাত্রছাত্রীকে এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ছত্রিশগড়ের মহামান্য রাজ্যপাল রমেন ডেকা। উপস্থিত ছিলেন এলাকার জনপ্রিয় বিধায়ক ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল।

এদিন কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং স্মার্টওয়াচ।

অনুষ্ঠানে ছত্রিশগড়ের রাজ্যপাল রমেন ডেকা তাঁর ভাষণে বলেন "আজকের এই কৃতি ছাত্রছাত্রীদের দেখে আমি আশ্বস্ত হচ্ছি যে, ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্র দ্রুত অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে। প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে তোমরা আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবেএই আশা রাখছি।"এলাকার বিধায়ক ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ শ্রী রাম প্রসাদ পাল বলেন "সূর্যমনি নগরের ছাত্রছাত্রীরা সবসময়ই মেধার পরিচয় দিয়ে এসেছে। আজকের এই সাফল্য আরও একবার প্রমাণ করল তাদের অধ্যবসায় ও শ্রমের ফল। শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অভিভাবকদের উৎসাহই এই সাফল্যের মূলে রয়েছে। ভবিষ্যতেও তোমরা রাজ্যকে গর্বিত করবেএই প্রত্যাশা রইল।"অনুষ্ঠানজুড়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। করতালির মধ্যেই অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার ও সংবর্ধনা গ্রহণ করে উজ্জ্বল মুখে মঞ্চ থেকে নামল ভবিষ্যতের তারকারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas